বাছাইকৃত সেরা মানের প্রশ্ন ও উত্তর

অধ্যায়-১: ব্যাংক ব্যবস্থার প্রাথমিক ধারণা

পরীক্ষার্থী বন্ধুরা, এ অধ্যায়ে বোর্ড পরীক্ষা, শীর্ষস্থানীয় কলেজসমূহের নির্বাচনি পরীক্ষা এবং বাছাইকৃত এক্সক্লুসিভ মডেল টেস্টের প্রশ্নগুলোর পূর্ণাঙ্গ উত্তর দেওয়া হয়েছে। এগুলো অনুশীলন করলে তুমি এ অধ্যায় থেকে যেকোনো সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর সহজেই লিখতে পারবে।

প্রশ্ন ▶১ 'চিত্রা ব্যাংক' কালীগঞ্জ শাখার মাধ্যমে অনেকদিন যাবত ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। কালীগঞ্জের পাশেই মধুগঞ্জ মডেল টাউন নামে নতুন আবাসিক এলাকা গড়ে উঠেছে। এখানে নতুন স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, বড় বড় শপিংমল গড়ে উঠেছে। এলাকার লোকজনের সুবিধার কথা বিবেচনা করে 'চিত্রা ব্যাংক' মধুগঞ্জ মডেল টাউনের মধ্যে একটি নতুন শাখা স্থাপনের সিদ্ধান্ড় নেয়। 'কপোতাক্ষ ব্যাংক' নামে এখানে একটি ব্যাংক আছে। এ ব্যাংক অন্য কোনো স্থানে শাখা খুলতে পারে না। *[ঢা. বো. ১৭]*

ক. বাণিজ্যিক ব্যাংক কী? ১

খ. বাণিজ্যিক ব্যাংকের দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দেয়া উচিত নয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে উলি-খিত 'চিত্রা ব্যাংক' সাংগঠনিক কাঠামোর ভিত্তিতে কোন ধরনের ব্যাংক? আলোচনা করো। ৩

ঘ. 'কপোতাক্ষ ব্যাংক'-এর নতুন শাখা স্থাপনের ব্যর্থতার যৌক্তিকতা বিশে-ষণ করো। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে ব্যাংক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে আমানত সংগ্রহ, ঋণ প্রদান ও অন্যান্য আর্থিক কার্যাবলি সম্পাদন করে তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে।

খ বাণিজ্যিক ব্যাংক সংগৃহীত আমানত চাহিবামাত্র ফেরত দানে বাধ্য থাকে– তাই তাদের দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দেয়া উচিত নয়।

বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের তহবিলের মূল উৎস হলো জনগণের নিকট থেকে সংগৃহীত আমানত। এ অর্থ চাহিবামাত্র ব্যাংক তাদের ফেরত দেয়। তাই বাণিজ্যিক ব্যাংক এ অর্থ দীর্ঘমেয়াদে ঋণ প্রদান বা বিনিয়োগ না করে স্বল্পমেয়াদে ঋণ দেয়।

গ উদ্দীপকের উলি-খিত 'চিত্রা ব্যাংক' সাংগঠনিক কাঠামোর ভিত্তিতে একটি শাখা ব্যাংক।

একটি কেন্দ্রীয় অফিসের অধীনে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন স্থানে একই নামে অনেকগুলো শাখা স্থাপনের মাধ্যমে এ ব্যাংক ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে। এ ব্যাংকিং ব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রণকারী অফিসকে প্রধান অফিস এবং বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত শাখাগুলোকে শাখা ব্যাংক বলে আখ্যায়িত করা হয়।

উদ্দীপকে 'চিত্রা ব্যাংক' কালীগঞ্জ শাখার মাধ্যমে অনেকদিন যাবত ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। তবে বর্তমানে ব্যাংকটি মধুগঞ্জ মডেল টাউনের মধ্যে একটি নতুন শাখা স্থাপনের সিদ্ধান্ড় নিয়েছে। অর্থাৎ 'চিত্রা ব্যাংক' দীর্ঘদিন প্রধান অফিস দ্বারা পরিচালিত হলেও ব্যাংকটি একাধিক শাখা স্থাপনের অধিকার রাখে। সুতরাং, 'চিত্রা ব্যাংক'-এর বৈশিষ্ট্যটি কাঠামোগত বিচারে শাখা ব্যাংকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ঘ উদ্দীপকের 'কপোতাক্ষ ব্যাংক'টি একক ব্যাংক হওয়ায় এটি নতুন শাখা স্থাপনে ব্যর্থ হয়েছে।

একক ব্যাংক ব্যবস্থায় শুধু একটি অফিসের মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এর ফলে ব্যাংকটির কার্য পরিসর সীমিত হয়।

উদ্দীপকে কপোতাক্ষ ব্যাংক নামে একটি ব্যাংকের উলে-খ রয়েছে। মধুগঞ্জ মডেল টাউনে ব্যাংকটির অফিস আছে। এ ব্যাংকটি একক ব্যাংক হওয়ায় অন্য কোথাও নতুন শাখা খুলতে পারে না।

উলে-খ্য 'কপোতাক্ষ ব্যাংক'টি নতুন শাখা খোলার অধিকার রাখে না। কারণ এ ব্যাংকটি একক ব্যাংকের বৈশিষ্ট্যের আলোকে কেবল একটি অফিসের মাধ্যমে তাদের কার্যক্রম সম্পাদন করতে পারবে। সুতরাং, একক ব্যাংকের সাংগঠনিক কাঠামো অনুসারে 'কপোতাক্ষ ব্যাংক'-এর নতুন শাখা স্থাপনের ব্যর্থতা যুক্তিযুক্ত হয়েছে।

প্রশ্ন ▶২ গড়াই কো-অপারেটিভ ফাইন্যান্স লি. দেশের বিভিন্ন জায়গায় তার শাখা স্থাপন করে জনগণের কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ করে থাকে। কিন্তু তাদের ওপর জনগণের আস্থা কম। কারণ প্রতিষ্ঠানটি কোনো শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে না। তাই প্রতিষ্ঠানটি আর্থিক সংকটে পড়লে উদ্ধার করার কেউ নেই। তারা তাদের ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনেক চিন্ড়িত। এ জন্য তাদের কাঠামো পরিবর্তন করে তারা একটি শক্তিশালী ব্যাংকের অধীনে পরিচালিত হতে চায়। এ ব্যাংকটি তাদের ঋণ দানের শেষ আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করবে। *[রা. বো. ১৭]*

ক. ব্যাংকিং কী? ১

খ. KYC কেন প্রয়োজন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. গড়াই কো-অপারেটিভ ফাইন্যান্স লি. কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান? আলোচনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উলি-খিত প্রতিষ্ঠানটি তার কাঠামো পরিবর্তনের ফলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কি বেশি ভূমিকা রাখতে পারবে? তোমার মতামতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যাংক সম্পাদিত সকল কাজের সমষ্টিকে ব্যাংকিং বলা হয়।

খ ব্যাংক যে ফরমের মাধ্যমে গ্রাহক সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে তাকে KYC (Know Your Customer) ফরম বলা হয়।

KYC ফরমের মাধ্যমে গ্রাহকের সঠিক পরিচয় শনাক্ত করা যায়। গ্রাহক কী উদ্দেশ্যে হিসাব খুলবেন, কেমন লেনদেন করবেন, কোনো অবৈধ কর্মকান্ডে জড়িত কিনা-তা এই ফরম-এর তথ্য থেকে বোঝা যায়। এসব উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য ব্যাংক KYC ফরম সংরক্ষণ করে।

গ উদ্দীপকে গড়াই কো-অপারেটিভ ফাইন্যান্স লি. একটি অতালিকাভুক্ত ব্যাংক।

অতালিকাভুক্ত ব্যাংক বলতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংরক্ষিত তালিকায় অন্ড়র্ভুক্ত নয় এমন ব্যাংককে বোঝায়। এসব ব্যাংককে অ-তফসিলি ব্যাংকও বলা হয়ে থাকে।

উদ্দীপকে গড়াই কো-অপারেটিভ ফাইন্যান্স লি. নিজস্ব শাখা অফিসের মাধ্যমে মানুষের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করছে। তবে, তারা কোন শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে না। অর্থাৎ গড়াই কো-অপারেটিভ ব্যাংকটি সরাসরি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অধীনে নয়। ফলে আর্থিক সংকটে পড়লে ব্যাংকটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে পারবে না। সাধারণত, অতালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহ কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণের শেষ আশ্রয়স্থলের সুবিধাটি পায় না। এসকল বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় বলা যায়, গড়াই কো-অপারেটিভ ফাইন্যান্স লি. প্রতিষ্ঠানটি কেন্দ্রিয় ব্যাংকের আওতাভুক্ত নয়। তাই প্রতিষ্ঠানটি একটি অ-তফসিলি বা অতালিকাভুক্ত ব্যাংক।

ঘ উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটির কাঠামো পরিবর্তন করে অতালিকাভুক্ত থেকে তালিকাভুক্ত ব্যাংকে পরিণত করা হলে, সেটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বেশি ভূমিকা রাখতে পারবে।

তালিকাভুক্ত ব্যাংক বলতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংরক্ষিত তালিকায় অন্ড়র্ভুক্ত ব্যাংককে বোঝায়। এসব ব্যাংক পরিচালনা করতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনা মেনে চলতে হয়।

উদ্দীপকে গড়াই কো-অপারেটিভ ফাইন্যান্স লি. জনগণের কাছ থেকে আমানত সংগ্রহ করে। প্রতিষ্ঠানটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তালিকাভুক্ত নয়।

এজন্য এর প্রতি মানুষের আস্থা কম। এই সমস্যা সমাধানের জন্য প্রতিষ্ঠানটি তার কাঠামো পরিবর্তন করার মাধ্যমে অতালিকাভুক্ত ব্যাংক থেকে তালিকাভুক্ত ব্যাংকে পরিণত হতে চায়।

কাঠামোগত এ পরিবর্তনের ফলে জনগণের আস্থা অর্জন করা ব্যাংকটির জন্য সহজ হবে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে থাকলে, প্রতিষ্ঠানটির বিনিয়োগে স্বচ্ছতা আসবে। এটির আর্থিক সংকটে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণের শেষ আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করবে। ফলে ব্যাংকটি তার কার্যক্রম বাড়াতে পারবে, যা দেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

প্রশ্ন ▶৩ ইছামতি ব্যাংক বেশ কয়েক বছর ধরে চরম তারল্য সংকটে ভুগছে। ব্যাংকটি তাদের গ্রাহকদের ঠিকমতো অর্থ পরিশোধ করতে পারছে না, ঋণ গ্রহীতারাও ঋণের আবেদন করে ব্যর্থ হচ্ছে। ব্যাংকের সুনাম দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। সকল উৎস থেকে ঋণ সংগ্রহের চেষ্টা করে ব্যাংকটি ব্যর্থ হয়। এমন সময় তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। ফলে ইছামতি ব্যাংকটি আবার নতুন জীবন লাভ করে। *[দি. বো. ১৭]*

ক. ব্যাংক কী? ১

খ. 'ব্যাংক ধার করা অর্থের ধারক'– ব্যাখ্যা করো। ২

গ. ইছামতি ব্যাংকের তারল্য সংকটের কারণ সংক্ষেপে লেখো। ৩

ঘ. ইছামতি ব্যাংকের সাহায্যে এগিয়ে আসে কোন ব্যাংক এবং কেন? উদ্দীপক অনুসারে বিশে-ষণ করো। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যাংক হলো এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা আমানত হিসেবে অর্থ সংগ্রহ করে, ঋণ দেয় ও অন্যান্য অর্থসংক্রান্ড় কার্যাবলি সম্পাদন করে।

খ ব্যাংক একজনের জমাকৃত অর্থ অন্যজনকে ঋণ হিসেবে প্রদান করে বলে ব্যাংক-কে ধার করা অর্থের ধারক বলা হয়।

ব্যাংক স্বল্প সুদের বিনিময়ে গ্রাহকের অর্থ আমানত হিসেবে সংগ্রহ করে কিছু অর্থ জমা রেখে বাকিটা অধিক সুদে ঋণ দেয়। আমানতের মাধ্যমে ধার করা অর্থ পরবর্তীতে ঋণ হিসেবে প্রদান করে ব্যবসায় পরিচালনা করে বলে ব্যাংক-কে ধার করা অর্থের ধারক বলা হয়।

গ উদ্দীপকে ইছামতি ব্যাংকটি কাম্যমাত্রার চেয়েও অধিক পরিমাণে ঋণদান করায় তারল্য সংকটে পড়ে।

গ্রাহকদের জমাকৃত অর্থ ফেরৎদানের ক্ষমতাই হলো তারল্য। আর গ্রাহকদের চেকের অর্থ চাহিবামাত্র পরিশোধের জন্য কাম্য পরিমাণ তরল সম্পত্তি সংরক্ষণের কৌশলই হলো তারল্য নীতি।

উদ্দীপকে উলে-খ্য ইছামতি ব্যাংক বিগত কয়েক বছর ধরে তারল্য সংকটে ভুগছে। ব্যাংকটি পর্যাপ্ত পরিমাণ আমানত সংগ্রহে ব্যর্থ হয়েছে। এটি গ্রাহকদের আমানতকৃত অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হচ্ছে। অর্থাৎ ব্যাংকটি সঠিক তারল্য নীতি অনুসরণ না করে কাম্যমাত্রার অধিক ঋণদান করেছে। ফলে ইছামতি ব্যাংকের তারল্য ঘাটতির সৃষ্টি হয়েছে। এতে ব্যাংকটির সুনাম ক্ষুণ্ন হয়েছে, যা নতুন আমানত সৃষ্টিতে ব্যাংকটির জন্য বাধাস্বরূপ।

ঘ উদ্দীপকে ইছামতি ব্যাংকের সাহায্যে এগিয়ে আসে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

এ ব্যাংককে ঋণের শেষ আশ্রয়স্থল বলা হয়। তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহ যখন তারল্য সংকটে পড়ে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক তখন ঋণ সরবরাহে এগিয়ে আসে।

উদ্দীপকে উলে-খ্য ইছামতি ব্যাংক একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক। ব্যাংকটি বিগত কয়েক বছর ধরে তারল্য সংকটে ভুগছে। এতে ব্যাংকটি গ্রাহকের চাহিদা মাফিক অর্থ পরিশোধ করতে পারছে না। এমতাবস্থায় ব্যাংকটি ঋণদানে অক্ষম হয়ে পড়ায় সকল উৎস থেকে ঋণ সংগ্রহের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে।

ইছামতি ব্যাংকটির এমন অবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রয়োজনীয় ঋণ সরবরাহ করে। কারণ ইছামতি ব্যাংকটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তালিকাভুক্ত। আর তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহ যখন অন্যান্য উৎস থেকেই ঋণ গ্রহণে ব্যর্থ হয় তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ সহায়তা প্রদান করে।

প্রশ্ন ▶৪ 'A' ব্যাংকের একই নামে অনেক শাখা আছে। অন্যদিকে 'B' ব্যাংক একটি মাত্র অফিস নিয়ে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে। 'A' ব্যাংকের মুনাফা 'B' ব্যাংকের তুলনায় যেমন বেশি তেমনি এর কার্য পরিধিও অনেক ব্যাপক ও বিস্ড়ৃত। *[কু. বো. ১৭]*

ক. ব্যাংক কী? ১

খ. শাখা ব্যাংক বলতে কী বোঝ? ২

গ. 'A' ব্যাংকটি কী ধরনের সুবিধা পায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে A ও B ব্যাংকের মধ্যে তুলনামূলক পার্থক্য দেখাও। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যাংক হলো এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা আমানত হিসেবে অর্থ সংগ্রহ করে, ঋণ দেয় ও অর্থসংক্রান্ড় অন্যান্য কার্যাবলি সম্পাদন করে।

খ যে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় একটি প্রধান অফিসের অধীনে দেশে-বিদেশে শাখা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ব্যাংকিং কাজ করা হয় তাকে শাখা ব্যাংক বলে।

শাখা ব্যাংক একটি বৃহদায়তন ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান। কারণ এর আর্থিক সামর্থ্য বেশি থাকে। বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থা সামগ্রিকভাবে শাখা ব্যাংকের আওতাধীন।

গ উদ্দীপকে A ব্যাংকটি শাখা ব্যাংকের সুবিধাসমূহ পায়।

শাখা ব্যাংক ব্যবস্থায় অনেকগুলো শাখা অফিসের মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। একটি কেন্দ্রীয় অফিসের মাধ্যমে এই শাখাগুলোকে পরিচালনা করা হয়।

উদ্দীপকে A ব্যাংকের একই নামে অনেক শাখা আছে। অর্থাৎ A ব্যাংক অনেকগুলো শাখা অফিসের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করে। তাই এটি নিঃসন্দেহে শাখা ব্যাংক। অনেকগুলো শাখা অফিস থাকায় প্রতিষ্ঠানটির গ্রাহকের সংখ্যাও অধিক হয়। গ্রাহকের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে A ব্যাংকের আমানত সংগ্রহের সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পায়। এই কারণেই A ব্যাংকটি অধিক মূলধন গঠনের সুবিধা পায়। অনেকগুলো শাখা থাকার কারণে A ব্যাংকের এক শাখা প্রয়োজন পড়লে পাশের শাখা হতে অর্থ সংগ্রহ করতে পারে। এ কারণে A ব্যাংকের তারল্য সংকটের আশংকা খুবই কম। অর্থাৎ A ব্যাংকটি শাখা ব্যাংকের সকল সুবিধাই পায় বলে আমি মনে করি।

ঘ উদ্দীপকে A ও B ব্যাংকের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হলো A ব্যাংক শাখা ব্যাংকিং পদ্ধতি এবং B ব্যাংক একক ব্যাংকিং পদ্ধতি অনুসরণ করে।

শাখা ব্যাংকিং পদ্ধতি বলতে কেন্দ্রীয় অফিসের অধীনে অনেকগুলো শাখা পরিচালনা করাকে বোঝায়। অপরপক্ষে একক ব্যাংকিং পদ্ধতি বলতে একটি মাত্র অফিসের মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনাকে বোঝায়।

উদ্দীপকে A ব্যাংকের একই নামে অনেক শাখা আছে। অর্থাৎ A ব্যাংকটি হলো শাখা ব্যাংক। অপরদিকে B ব্যাংক একটি মাত্র অফিস নিয়ে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে। অর্থাৎ B ব্যাংকটি হলো একক ব্যাংক।

এখানে B ব্যাংকের কার্যক্রম একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল পর্যন্ড়ই সীমাবদ্ধ। অপরপক্ষে A ব্যাংকের কার্যক্রম অনেকগুলো অঞ্চলে বিস্ড়ৃত। B ব্যাংকটি হলো একটি ক্ষুদ্রায়তন ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান। অপরপক্ষে A ব্যাংকটি হলো একটি বৃহদায়তন ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান। একটি মাত্র অফিস থাকায় B ব্যাংকে অধিক তারল্য (Liquidity Reserve) রাখতে হয়। তবে এক শাখা হতে পাশের শাখায় সহজেই অর্থ নেয়া যায় বিধায় A ব্যাংকে কম তারল্য রাখলেও চলে। একটি মাত্র শাখা থাকায় B ব্যাংকে ঝুঁকি বণ্টন সম্ভব হয় না। অনেকগুলো শাখা থাকায় A ব্যাংক সহজে

ঝুঁকি বণ্টন করতে পারে। এতে এক শাখায় লোকসান হলেও তা অন্য শাখার মুনাফার সাথে সমন্বয় করা যায়।

প্রশ্ন ▶৫ জনগণকে বৃহৎ পরিসরে ব্যাংকিং সেবা প্রদান ও মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে 'সুরমা ব্যাংক লি.' দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তাদের কার্যক্রম সম্প্রসারিত করেছে। এর ফলে ব্যাংকটি প্রচুর পরিমাণে আমানত সংগ্রহসহ গ্রাহকদের বিভিন্ন ধরনের আধুনিক ব্যাংকিং সুবিধা প্রদান করতে সক্ষম হচ্ছে। অন্যদিকে, 'বাংলাদেশ ব্যাংক'-এর পর্যবেক্ষণে প্রতীয়মান হয় যে, ব্যাংকটি দীর্ঘসময় ধরে কয়েকজন ঋণখেলাপি ব্যক্তিকে ঋণ প্রদান করছে এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে সঞ্চিতি তহবিল সংরক্ষণ ছাড়াই শেয়ার বাজারে অধিক ঝুঁকিপূর্ণ শেয়ারে বিনিয়োগ করছে। আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুযায়ী মূলধনের আদর্শমান সংরক্ষণ না করায় 'বাংলাদেশ ব্যাংক' সুরমা ব্যাংক লি.-এর বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। *[চ. বো. ১৭]*

ক. তালিকাভুক্ত ব্যাংক কী? ১

খ. KYC ফরম কেন গুরুত্বপূর্ণ? ২

গ. উদ্দীপকে উলি-খিত 'সুরমা ব্যাংক লি.' সংগঠন কাঠামোর ভিত্তিতে কোন ধরনের ব্যাংক? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উলি-খিত 'সুরমা ব্যাংক লি'-এর বিরুদ্ধে 'বাংলাদেশ ব্যাংক' কঠোর অবস্থান গ্রহণের যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেটির যৌক্তিকতা মূল্যায়ন করো। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো দেশের যে ব্যাংকসমূহ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংরক্ষিত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত থাকে সে সকল ব্যাংককে তালিকাভুক্ত ব্যাংক বলে।

খ KYC (Know Your Customer) ফরমের মাধ্যমে গ্রাহক সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানা যায়। এটি গ্রাহকের লেনদেনের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে।

ব্যাংক যে ফরমের মাধ্যমে গ্রাহক সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করে সেটিই মূলত KYC ফরম। এর দ্বারা গ্রাহকের সঠিক পরিচয় শনাক্ত করা যায়। গ্রাহক কী উদ্দেশ্যে ব্যাংকে হিসাব খুলবেন, কেমন লেনদেন করবেন, গ্রাহক কোনো অবৈধ কর্মকাণ্ডে জড়িত কিনা তা এই ফরম থেকে জানা যায়। আর এ উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য রেখেই ব্যাংক KYC ফরম সংরক্ষণ করে।

গ উদ্দীপকে সংগঠন কাঠামোর ভিত্তিতে সুরমা ব্যাংক লি. হলো একটি শাখা ব্যাংক।

শাখা ব্যাংকিং পদ্ধতিতে একাধিক শাখার মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এ পদ্ধতিতে প্রতিটি শাখা অফিসই কেন্দ্রীয় অফিসের নিয়ন্ত্রণে থাকে। যুক্তরাজ্যে এরূপ ব্যাংকের উৎপত্তি হওয়ায় একে ব্রিটিশ ব্যাংকিং পদ্ধতিও বলা হয়।

উদ্দীপকে সুরমা ব্যাংক লি.-এর কার্যক্রম সম্বন্ধে বলা হয়েছে। জনগণকে বৃহৎ পরিসরে ব্যাংকিং সেবা প্রদান ও মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে ব্যাংকটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমানে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাংকটি কার্যক্রম প্রসারিত করছে। অনেকগুলো শাখা অফিসের মাধ্যমে এটি কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সাধারণত শাখা ব্যাংকের কার্যক্রম দেশে-বিদেশে বিস্তৃত থাকে। উদ্দীপকেও সুরমা ব্যাংক দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে। তাই বলা যায়, সুরমা ব্যাংক লি. একটি শাখা ব্যাংক।

ঘ উদ্দীপকে সুরমা ব্যাংক লি.-এর বিরুদ্ধে বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাসেল-১ এবং ব্যাসেল-২ অনুযায়ী কঠোর অবস্থান গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ব্যাসেল-১ এবং ব্যাসেল-২ হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহের ঝুঁকিভিত্তিক মূলধন পর্যাপ্ততা নিশ্চিত করার জন্য জারিকৃত নির্দেশনা। আমানতকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণ করার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যাসেল-১ এবং ব্যাসেল-২ জারি করেছে।

উদ্দীপকে সুরমা ব্যাংক লি. দীর্ঘসময় ধরে কয়েকজন ঋণখেলাপী ব্যক্তিকে ঋণ প্রদান করছে। এছাড়া পর্যাপ্ত পরিমাণ সঞ্চিতি তহবিল সংরক্ষণ ছাড়াই ব্যাংকটি শেয়ার বাজারে অধিক ঝুঁকিপূর্ণ শেয়ারে বিনিয়োগ করছে। মূলধনের আদর্শমান সংরক্ষণ না করায় সুরমা ব্যাংকের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ ব্যাংক কঠোর অবস্থান গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়।

আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংক মূলধনের আদর্শমান সংরক্ষণের জন্য সুরমা ব্যাংককে ব্যাসেল-১ ও ২ এর নির্দেশনা জারি করে। এতে সুরমা ব্যাংকের মুখ্য মূলধন (Core capital), সম্পূরক মূলধন (Supplementary capital) এবং অতিরিক্ত সম্পূরক মূলধনের পর্যাপ্ততা নিশ্চিত হবে। এর ফলে ব্যাংকের আমানতকারীদের স্বার্থ সংরক্ষিত হবে। সুতরাং, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক এরূপ নির্দেশনা বা শাস্তির সিদ্ধান্তটি যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶৬ জনাব মাহী এবং জনাব ফিরোজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সদ্য এমবিএ পাস করে বের হয়েছেন। সম্প্রতি মাহী 'X' ব্যাংকের সহকারী পরিচালক পদে যোগদান করেন, যেটি দেশের মুদ্রাবাজারের স্থিতিশীলতা রক্ষা ও ঋণ নিয়ন্ত্রণের সাথে সংশি-ষ্ট। অন্যদিকে জনাব ফিরোজ 'Y' ব্যাংকের সিনিয়র অফিসার পদে যোগদান করেন, যেটি প্রধানত জনগণের কাছ থেকে আমানত গ্রহণ করে এবং প্রয়োজনে ঋণদানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রত্যাশিত মুনাফা অর্জন নিশ্চিত করে। কার্যাবলি ভিন্ন হলেও ফিরোজের কর্মরত ব্যাংককে মাহীর কর্মরত ব্যাংকের নিকট দায়বদ্ধ থাকতে হয়। *[সি. বো. ১৭]*

ক. ব্যাংক কী? ১

খ. ব্যাংককে অর্থ ও ঋণের ব্যবসায়ী বলা হয় কেন? বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. কার্যাবলির ভিত্তিতে জনাব মাহীর ব্যাংকটি কোন ধরনের ব্যাংক? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ফিরোজের কর্মরত ব্যাংককে মাহীর কর্মরত ব্যাংকের নিকট দায়বদ্ধ থাকার যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যাংক হলো এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা আমানত হিসেবে অর্থ সংগ্রহ করে, ঋণ দেয় ও অন্যান্য অর্থ সংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পাদন করে।

খ ব্যাংক-কে ঋণের ব্যবসায়ী বলা হয়। কারণ ব্যাংক প্রথমে স্বল্প সুদে আমানত গ্রহণ করে তা অধিক সুদে ঋণ হিসেবে গ্রাহকদের প্রদান করে। অর্থাৎ একই সাথে ব্যাংক দেনাদার ও পাওনাদারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, ব্যাংক স্বল্প সুদে আমানত গ্রহণ করে এবং উক্ত আমানতের অর্থ অধিক সুদে ঋণ হিসেবে প্রদানের মাধ্যমে নিজেকে ঋণের ব্যবসায়ী হিসেবে প্রকাশ করে।

গ উদ্দীপকে জনাব মাহীর কর্মরত ব্যাংকটি কার্যাবলির ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক অর্থবাজার ও ব্যাংক ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক। এছাড়াও মুদ্রামান ও বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণ এবং ঋণ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে স্থিতিশীল অর্থনৈতিক অবস্থা সৃষ্টিতে ব্যাংকটি কাজ করে।

উদ্দীপকে জনাব মাহী সদ্য এমবিএ পাস করে X ব্যাংকে সহকারী পরিচালক পদে যোগদান করেন। উক্ত ব্যাংকটি দেশের মুদ্রাবাজারের স্থিতিশীলতা রক্ষা ও ঋণ নিয়ন্ত্রণের সাথে যুক্ত। অর্থাৎ জনাব মাহীর ব্যাংকটি দেশের অর্থব্যবস্থার ও ব্যাংক ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করে। এই দায়িত্ব কেবল একটি দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক পালন করে থাকে। সুতরাং বলা যায়, জনাব মাহীর কর্মরত ব্যাংকটি কার্যাবলির ভিত্তিতে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

ঘ উদ্দীপকে জনাব ফিরোজ যে ব্যাংকে কর্মরত আছেন তা একটি তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক হওয়ায় এটি জনাব মাহীর কর্মরত ব্যাংক অর্থাৎ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট দায়বদ্ধ।

সহজ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের সকল বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে তালিকাভুক্ত করে। ফলে ব্যাংকগুলো তার নির্দেশিত নীতিমালা মেনে চলে এবং এর ফলে অর্থবাজার নিয়ন্ত্রণ সহজ হয়।

উদ্দীপকে জনাব ফিরোজ Y ব্যাংকের সিনিয়র অফিসার পদে যোগদান করেন। ব্যাংকটি প্রধানত জনগণের কাছ থেকে আমানত গ্রহণ করে এবং প্রয়োজনে ঋণদান করে। এর মাধ্যমে উক্ত ব্যাংকটি প্রয়োজনীয় মুনাফা অর্জন নিশ্চিত করে। অর্থাৎ Y ব্যাংকটির প্রধান উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন এর কার্যাবলি দ্বারা নিশ্চিত হয়, যা মূলত বাণিজ্যিক ব্যাংকের বৈশিষ্ট্য। অন্যদিকে জনাব মাহী X ব্যাংক নামের একটি ব্যাংকে কর্মরত আছেন, যা দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক। উদ্দীপক অনুযায়ী Y ব্যাংকটি X ব্যাংকের নিকট দায়বদ্ধ।

দেশের সকল বাণিজ্যিক ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তালিকার অন্তর্ভুক্তিতে বাধ্য। যার ফলে জনাব ফিরোজের ব্যাংকটিও জনাব মাহীর ব্যাংকের নিকট তালিকাভুক্ত। তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলো কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সকল নীতিমালা ও নির্দেশনা মানতে বাধ্য থাকে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক যেকোনো ব্যাপারে তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলোকে সহায়তা করতে পারে। তবে তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলো যেকোনো বিষয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকে । তাই বলা যায়, উদ্দীপকের Y ব্যাংকটিও X ব্যাংকের নিকট দায়বদ্ধ।

প্রশ্ন ▶ ৭ আর্থিকভাবে শক্তিশালী বাণিজ্যিক ব্যাংক 'সান ব্যাংক লি.' অপেক্ষাকৃত দুর্বল দুটি বাণিজ্যিক ব্যাংক 'মুন ব্যাংক লি.' এবং 'ভেনাস ব্যাংক লি.'-এর অধিকাংশ শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে তাদের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের প্রস্তাব দিল। কিন্তু 'মুন ব্যাংক লি.' এবং 'ভেনাস ব্যাংক লি.' সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল। ব্যাংক দুটি যৌথভাবে সহযোগিতার ভিত্তিতে একই ব্যবস্থাপনার অধীনে নিজেদের ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণ করা শুরু করল। *[য. বো. ১৭]*

ক. গারনিশি অর্ডার কী? ১

খ. 'ব্যাংক বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করে'– ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে 'সান ব্যাংক লি.' সাংগঠনিক কাঠামোভিত্তিক কোন ধরনের ব্যাংক গঠনের প্রস্তাব দিয়েছিল? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'মুন ব্যাংক লি.' ও 'ভেনাস ব্যাংক লি.' কর্তৃক 'সান ব্যাংক লি.'-এর প্রদত্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আদালত কর্তৃক ব্যাংকের ওপর গ্রাহকের হিসাব বন্ধের নির্দেশকে গারনিশি আদেশ বলে।

সহায়ক তথ্য

উদাহরণ : মনে করি, মি. রহমান উত্তরায় একটি ফ্ল্যাট ক্রয়ের জন্য FR হাউজিং-কে ৬০ লক্ষ টাকা পরিশোধের শর্তে চুক্তিবদ্ধ হন। তিনি অগ্রিম ২০ লক্ষ টাকা পরিশোধ করেন। তবে কয়েক মাস পর আর্থিক সংকটের কারনে FR হাউজিং বন্ধ হয়ে যায়। এক্ষেত্রে মি. রহমান তার পরিশোধিত অর্থ পুনরুদ্ধারে FR হাউজিং-এর ব্যাংক হিসাব বন্ধের জন্য আদালতের মাধ্যমে গারনিশি অর্ডার জারি করতে পারবেন।

খ বাণিজ্যিক ব্যাংক অর্থ ও অর্থের মূল্যে পরিমাপযোগ্য দলিল দ্বারা বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করে।

চেক, ক্রেডিট কার্ড, ব্যাংক ড্রাফট, পে-অর্ডার ইত্যাদি হলো ব্যাংক সৃষ্ট বিনিময় মাধ্যম। এই সব দলিল ও উপকরণ দ্বারা সহজে অর্থ লেনদেন করা যায়। উপরোক্ত দলিল ও উপকরণের প্রচলন ঘটিয়ে বাণিজ্যিক ব্যাংক বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করে।

গ উদ্দীপকে 'সান ব্যাংক লি.' সংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী গ্রুপ ব্যাংক গঠনের প্রস্তাব দিয়েছিল।

গ্রুপ ব্যাংকিং পদ্ধতিতে একটি বড় ব্যাংক অন্য ব্যাংকগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। বড় ব্যাংকটি অন্য ব্যাংকগুলোর অধিকাংশ শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে এ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে।

উদ্দীপকে 'সান ব্যাংক লি.' একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক। 'সান ব্যাংক লি.' অন্য দুটি বাণিজ্যিক ব্যাংক 'মুন ব্যাংক লি.' ও 'ভেনাস ব্যাংক লি.'-কে সাংগঠনিক কাঠামোর ভিত্তিতে ব্যাংক ব্যবসায় পরিচালনার ধরন পরিবর্তনের প্রস্তাব দেয়। এক্ষেত্রে সান ব্যাংক চেয়েছিল মুন ও ভেনাস ব্যাংকের অধিকাংশ শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে ব্যাংক দুটিকে নিয়ন্ত্রণ করতে। অর্থাৎ এ ব্যবস্থায় মুন ও ভেনাস ব্যাংক হতো সান ব্যাংকের অধীনস্থ ব্যাংক, যা গ্রুপ ব্যাংকিং পদ্ধতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। সুতরাং, 'সান ব্যাংক লি.' অন্য দুটি ব্যাংককে গ্রুপ ব্যাংক গঠনেরই প্রস্তাব করেছিল।

ঘ উদ্দীপকে 'মুন ব্যাংক লি.' ও 'ভেনাস ব্যাংক লি.' যৌথভাবে চেইন ব্যাংক গঠনের উদ্দেশ্যে 'সান ব্যাংক লি.' - এর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে।

চেইন ব্যাংকিং পদ্ধতিতে প্রতিটি ব্যাংকের স্বাধীনসত্তা বজায় থাকে। এক্ষেত্রে সমঝোতা ও সহযোগিতার মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

উদ্দীপকে 'সান ব্যাংক লি.' অন্য দুটি বাণিজ্যিক ব্যাংক 'মুন ব্যাংক লি.' ও 'ভেনাস ব্যাংক লি.' -কে গ্রুপ ব্যাংক গঠনের প্রস্তাব দেয়। 'মুন ব্যাংক লি.' ও 'ভেনাস ব্যাংক লি.' এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। পরবর্তীতে ব্যাংক দুটি যৌথভাবে সহযোগীতার ভিত্তিতে ও একই ব্যবস্থাপনায় ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে।

এখানে একই ব্যবস্থাপনা ও পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে মুন ব্যাংক ও ভেনাস ব্যাংক স্বাধীনভাবেই কার্যক্রম পরিচালনা করছে। অর্থাৎ ব্যাংক দুটি চেইন ব্যাংকিং পদ্ধতি অনুসরণ করছে। এতে প্রতিটি ব্যাংকই নিজস্ব সিদ্ধান্ত ও মতামত অনুযায়ী তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে। ব্যাংক দুটি যদি সান ব্যাংকের অধীনস্থ হতো তাহলে নিজস্ব সত্তা হারাতো। এমনকি যে কোনো সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে সান ব্যাংকের মতামত নিতে হতো। বর্তমানে ব্যাংক দুটির ক্ষেত্রে চেইন ব্যাংকিং ব্যবস্থায় পারস্পরিক সহযোগিতা ও স্বাধীন সত্তা উভয় বৈশিষ্ট্যই বজায় রয়েছে। তাই সান ব্যাংকের প্রদত্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের বিষয়টি যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶ ৮ পুরবী ব্যাংক লি. গরম কাপড়ের ব্যবসায়ীদের প্রচুর ঋণ দেয়। এ বছর শীত কম থাকায় অনেক ব্যবসায়ী বেকাদায় পড়ে তাদের ব্যবসায় গুটিয়ে নিয়েছে। ব্যাংকের ঋণের টাকা ঠিকমতো আদায় হচ্ছে না। আমানতকারীগণ তাদের অর্থ ফেরত নেয়ার জন্য ব্যাংকে ধর্ণা দিচ্ছে। *[ব. বো. ১৭]*

ক. ব্যাংক কী? ১

খ. KYC নীতি কেন গ্রহণ করা হয়? ২

গ. পুরবী ব্যাংক লি. বর্তমানে কোন ধরনের সমস্যায় পড়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের ব্যাংকটির কি একক ক্ষেত্রে ঋণ দেয়া যুক্তিযুক্ত হয়েছে? বুঝিয়ে লেখো। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যাংক হলো এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা আমানত হিসেবে অর্থ সংগ্রহ করে, ঋণ দেয় ও ব্যাংকিং সংক্রান্ত কাজ সম্পাদন করে।

খ গ্রাহক সম্পর্কে তথ্য সংরক্ষণে KYC নীতি গ্রহণ করা হয়।

KYC নীতি গ্রহণে গ্রাহক দ্বারা KYC ফরম পূরণ বাধ্যতামূলক। ব্যাংক হিসাব খোলার সময় আবেদন ফর্মের সাথে আবেদনকারীর সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সম্বলিত এ ফরম হিসাবগ্রহীতাকে পূরণ করতে হয়। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ এর সত্যতা যাচাই করে স্বাক্ষর করেন। মূলত ভূয়া গ্রাহক চিহ্নিতকরণ ও অবৈধ লেনদেন বন্ধ করাই এর উদ্দেশ্য।

গ উদ্দীপকে পুরবী ব্যাংক লি. বর্তমানে তারল্য সংকটে পড়েছে।

তারল্য সংকট বলতে গ্রাহকদের অর্থ চাহিবামাত্র ফেরতদানে ব্যর্থ হওয়াকে বোঝায়। সঞ্চয়ী হিসাব ও চলতি হিসাবের মাধ্যমে গৃহীত অর্থ ব্যাংক অবশ্যই গ্রাহককে চাহিবামাত্র ফেরত দিতে বাধ্য। আর এজন্যই প্রতিটি বাণিজ্যিক ব্যাংককে আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ নগদে সংরক্ষণ করতে হয়। যাতে তারা তারল্য সংকটে না পড়ে।

উদ্দীপকের পুরবী ব্যাংক লি. গরম কাপড়ের ব্যবসায়ীদের প্রচুর ঋণ দিয়ে থাকে। এ বছর শীত কম থাকায় অনেক ব্যবসায়ী তাদের ব্যবসায় গুটিয়ে নিয়েছে। এ পরিস্থিতিতে ঋণের টাকা ঠিকমতো আদায় হচ্ছে না। তাই ব্যাংক আমানতকারীদের অর্থ ফেরত দিতে ব্যর্থ হচ্ছে। অন্যদিকে, ব্যাংকটি নির্দিষ্ট পরিমাণ নগদ অর্থ সংরক্ষণ না করেই অধিক পরিমাণে ঋণ দিয়েছে। সুতরাং, ব্যাংকটি তারল্য নীতি মেনে না চলায় বর্তমানে তারল্য সংকটে পড়েছে।

সহায়ক তথ্য

তারল্য : গ্রাহকের অর্থ চাহিবামাত্র ফেরতদানের সামর্থ্যকে তারল্য বলে।

ঘ উদ্দীপকে একটি মাত্র ক্ষেত্রে ঋণ প্রদানে ঝুঁকির মাত্রা বেশি হওয়ায় ব্যাংকটির এরূপ ঋণ দেয়া যুক্তিযুক্ত হয়নি।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের সফলতার অন্যতম একটি কৌশল হলো বিনিয়োগের ঝুঁকির মাত্রা কমানো। এক্ষেত্রে বৈচিত্র্যায়নের নীতি অনুসরণ করে এ ধরনের ঝুঁকি হ্রাস করা যায়।

উদ্দীপকে পুরবী ব্যাংক গরম কাপড়ের ব্যবসায়ীদের প্রচুর ঋণ দেয়। এ বছর শীত কম থাকায় তাদের অনেকেই ব্যবসায়ে ভালো করতে পারেনি। তাই ব্যাংকের ঋণের টাকাও ঠিকমতো আদায় হচ্ছে না।

এই ধরনের বিনিয়োগ করে পুরবী ব্যাংক বৈচিত্র্যায়নের নীতিটি ভঙ্গ করেছে। ব্যাংকটি যদি বৈচিত্র্যায়নের নীতি অনুযায়ী সম্পূর্ণ অর্থ শুধু কাপড় ব্যবসায়ীদের না দিয়ে অন্যান্য ক্ষেত্রেও যদি বিনিয়োগ করতো, তাহলে ব্যাংকটি তার প্রদত্ত ঋণের ঝুঁকির মাত্রা কমাতে পারতো। এরূপ একটি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বা ঋণ দেয়ায় পুরবী ব্যাংকের আয়ের সম্ভাবনা হ্রাস পেয়ে ঝুঁকির মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই বলা যায়, ব্যাংকের এরূপ সিদ্ধান্ত যৌক্তিক হয়নি।

সহায়ক তথ্য

বৈচিত্র্যায়নের নীতি : মূলধনের সম্পূর্ণ অর্থ একটি খাতে বিনিয়োগ না করে একাধিক খাতে বিনিয়োগ করাকে বৈচিত্র্যায়নের নীতি বলে।

প্রশ্ন ▶৯ A ব্যাংক এবং B ব্যাংক লি. বাংলাদেশের অন্যতম দুটি ব্যাংক। A ব্যাংক লি. দেশে-বিদেশে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে। অন্যদিকে B ব্যাংক একটি অফিসের মাধ্যমে সকল কার্যক্রম দেশেই পরিচালনা করে। উভয় ব্যাংকই স্ব-স্ব উদ্দেশ্য অর্জনে সফলতা লাভ করছে। *[রা. বো. ১৬]*

ক. গারনিশি আদেশ কী? ১

খ. ব্যাসেল-২ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের B ব্যাংক সংগঠন কাঠামোর ভিত্তিতে কোন ধরনের ব্যাংক? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের ব্যাংক দুটির মধ্য কোন ব্যাংকটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অধিকতর ভূমিকা পালন করছে বলে তুমি মনে করো? ব্যাখ্যা করো। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গারনিশি আদেশ হচ্ছে কোনো ব্যাংকের প্রতি আদালত কর্তৃক প্রদত্ত এক ধরনের আদেশ, যা পাওয়ার পর ব্যাংক কোনো নির্দিষ্ট গ্রাহকের হিসাব বন্ধ করে দেয়।

খ ব্যাসেল-২ হলো ব্যাংকের আর্থিক ও পরিচালনাগত ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য কতটুকু মূলধন আলাদাভাবে সংরক্ষণ করা দরকার তার একটি আন্তর্জাতিক মানদণ্ড।

ব্যাংকের নিজের মূলধন যাতে অপর্যাপ্ত ও ঝুঁকিপূর্ণ না হয় এবং আমানতকারীদের যেন ঝামেলায় পড়তে না হয়, সেজন্য Bank for International Settlement (BIS), ব্যাসেল-২ অনুসারে ব্যাংকগুলোকে নির্দিষ্ট পরিমাণ পরিশোধিত মূলধন ও সংরক্ষিত তহবিল সংরক্ষণ করার নির্দেশনা দেয়। ব্যাসেল-২-তে আর্থিক শৃঙ্খলা রক্ষার্থে ৩টি বিষয় সুপারিশ করা হয়েছে যা Three Pillars of Basel-2 নামে খ্যাত।

সহায়ক তথ্য

BIS : BIS(Bank for International Settlement) কে কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর ব্যাংক বলা হয়। ১৯৩০ সালে প্রতিষ্ঠিত ব্যাংকটির সদরদপ্তর সুইজারল্যান্ডের ব্যাসেল শহরে অবস্থিত। BIS-এর লক্ষ্য হলো বিশ্বব্যাপী অর্থ ও মুদ্রা ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা অর্জনে ভূমিকা রাখা। ব্যাসেল-২-এ আর্থিক শৃঙ্খলা রক্ষার্থে যে ৩টি বিষয় সুপারিশ করা হয়েছে, তা হলো– i) ন্যূনতম মূলধন পর্যাপ্ততা নিশ্চিতকরণ, ii) তদারকি পর্যালোচনার ব্যবস্থা, iii) বাজার শৃঙ্খলা।

গ সংগঠন কাঠামোর ভিত্তিতে উদ্দীপকের B ব্যাংকটি একটি একক ব্যাংক।

যে ব্যাংক একটি অফিসের মাধ্যমে তার সকল ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে তাকে একক ব্যাংক বলে। এ ব্যাংকিং ব্যবস্থায় একটি শাখা দিয়েই ব্যাংক তার গ্রাহকদের প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করে থাকে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, দেশের অন্যতম দুটি ব্যাংক A এবং B এর মধ্যে A ব্যাংক দেশে-বিদেশে শাখা স্থাপনের মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করলেও B ব্যাংক একটি অফিসের মাধ্যমে সকল কার্যক্রম দেশেই পরিচালনা করে। অর্থাৎ A ব্যাংকের মতো B ব্যাংকের দেশের বাইরে কোনো শাখা নেই, এমনকি দেশেও একটি অফিস আছে। যেহেতু একক ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ব্যাংকের একটি অফিস ছাড়া অন্য কোথাও কোনো শাখা থাকে না সেহেতু বলা যায়, B ব্যাংকটি একটি একক ব্যাংক।

ঘ উদ্দীপকে উভয় ব্যাংকই স্ব-স্ব উদ্দেশ্য অর্জনে সফল হলেও ব্যাংক A দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অধিকতর ভূমিকা পালন করছে বলে আমি মনে করি। কারণ A ব্যাংকটি হলো শাখা ব্যাংক।

যে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় একটি প্রধান অফিসের অধীনে দেশে বা বিদেশে বিভিন্ন স্থানে একই নামে শাখা স্থাপনের মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালিত হয় তাকে শাখা ব্যাংকিং বলে।

উদ্দীপকে A ব্যাংক ও B ব্যাংক দেশের অন্যতম দুইটি ব্যাংক। A ব্যাংক লি. দেশে-বিদেশে শাখা স্থাপনের মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে। পক্ষান্তরে, B ব্যাংক একটি অফিসের মাধ্যমে সকল কার্যক্রম দেশেই পরিচালনা করে। অর্থাৎ সংগঠন কাঠামোর ভিত্তিতে A ব্যাংক লি. হচ্ছে শাখা ব্যাংক এবং B ব্যাংক লিমিটেড হচ্ছে একক ব্যাংক।

দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখার ক্ষেত্রে B ব্যাংকের তুলনায় A ব্যাংকের ভূমিকা অধিক। A ব্যাংক দেশের বিভিন্ন স্থানে শাখা স্থাপনের মাধ্যমে গ্রাহকদের সহজে লেনদেন করার সুযোগ করে দেয়। এতে ব্যবসায় সম্প্রসারণ হয়। আবার A ব্যাংক বিদেশে শাখা স্থাপনের মাধ্যমে রেমিটেন্স সংগ্রহে এবং বৈদেশিক বাণিজ্য সম্প্রসারণেও ভূমিকা রাখে। এসবের কোনোটাই একক ব্যাংক অর্থাৎ B ব্যাংকের মাধ্যমে করা সম্ভব হয় না। অন্যদিকে, একক ব্যাংকের কার্যক্রম শুধু একটি নির্দিষ্ট এলাকায় সীমাবদ্ধ। সুতরাং, অর্থনৈতিক উন্নয়নে শাখা ব্যাংক অর্থাৎ A ব্যাংকই অধিকতর অবদান রাখছে।

সহায়ক তথ্য

রেমিটেন্স : বিদেশে কর্মরত কর্মীবৃন্দ কর্তৃক নিজ দেশে প্রেরিত অর্থকে রেমিটেন্স বলে।

বৈদেশিক বাণিজ্য : দুই বা ততোধিক দেশের মধ্যে পণ্য আমদানি-রপ্তানি বা ব্যবসায় সংক্রান্ত কার্যাবলিকে বৈদেশিক বাণিজ্য বলে।

প্রশ্ন ▶১০ রমজান আলী একজন সাধারণ কৃষক। অভাব-অনটন লেগেই আছে। ব্যাংক ব্যবস্থার সাথে তার কোনো পরিচয় নেই। একজন কৃষি কর্মকর্তার সাথে আলাপচারিতায় গ্রামীণ অর্থনীতি উন্নয়নের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তিনি জানতে পারেন। এখন তিনি এমন একটি তালিকাভুক্ত ব্যাংক খুঁজছেন যা তাকে একাধারে স্বল্প সুদে কৃষি উন্নয়নে ঋণ সহায়তা দিতে পারে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় আমানত হিসাবে জমা রাখার সুযোগ দিতে পারে। *[দি. বো. ১৬]*

ক. ব্যাংক কী? ১

খ. তারল্য বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে রমজান আলীর চিন্তা-ভাবনার আলোকে কোন ধরনের ব্যাংক তাকে সহায়তা দিতে পারে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত ব্যাংকটি কি রমজান আলীর পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে? তোমার মতামত দাও। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে যে আর্থিক প্রতিষ্ঠান স্বল্প সুদে আমানত গ্রহণ এবং উচ্চ হারে গ্রাহকদের ঋণ হিসেবে প্রদান করে তাকে ব্যাংক বলে।

খ গ্রাহকদের জমাকৃত অর্থ চাহিবামাত্র ফেরতদানের ক্ষমতাকে তারল্য বলে।

বাণিজ্যিক ব্যাংক ব্যবস্থায় ব্যাংক-কে গ্রাহকদের অর্থ চাহিবামাত্র ফেরত দানের জন্য নগদ অর্থ সঞ্চিত রাখতে হয়। এক্ষেত্রে ব্যাংক-কে কাম্য

পরিমাণ তারল্য বা নগদ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হয়। যাতে ব্যাংকের ঋণদান সামর্থ্য হ্রাস না পায় এবং গ্রাহকদের চেকের অর্থ প্রদানে সক্ষম হয়।

গ উদ্দীপকে রমজান আলীর চিন্তা-ভাবনার আলোকে বিশেষায়িত ব্যাংক হিসেবে কৃষি ব্যাংক তাকে সহায়তা দিতে পারে।

দেশের কৃষি খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে কৃষকদের অর্থসংস্থানের জন্য যে ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় তাকে কৃষি ব্যাংক বলে। এ ধরনের ব্যাংকের মূল কাজ হলো স্বল্প সুদে কৃষি যন্ত্রপাতি, সার, বীজ তথা কৃষি উন্নয়নে প্রয়োজনীয় মূলধনের সংস্থান করা।

উদ্দীপকে রমজান আলী এমন একটি ব্যাংক খুঁজছেন, যা তাকে স্বল্প সুদে কৃষি উন্নয়নে ঋণ সহায়তা দিবে। পাশাপাশি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় গঠনের সুবিধা দিবে। অর্থাৎ রমজান আলীর জন্য এ ধরনের সুবিধা কেবল কৃষি ব্যাংক প্রদান করে থাকে। এ ব্যাংক কৃষির উন্নয়নে স্বল্প সুদে কৃষি ঋণ প্রদান করে থাকে। এছাড়া কৃষকদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় সংগ্রহের মাধ্যমে তাদের মূলধন গঠনে সহায়তা করে।

ঘ উদ্দীপকে কৃষি ব্যাংকটি রমজান আলীর পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে বলে আমি মনে করি।

কৃষি ব্যাংক একটি বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান। এর কাজ হলো কৃষকদের কৃষি যন্ত্রপাতি, সার, বীজ সর্বোপরি কৃষি উন্নয়নে প্রয়োজনীয় মূলধনের সংস্থান করা। পাশাপাশি কৃষকদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এ ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

উদ্দীপকে রমজান আলী সাধারণ কৃষক হিসেবে গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নে স্বল্প সুদে কৃষি ঋণের সহায়তা প্রত্যাশা করেন। পাশাপাশি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে মূলধনে পরিণত করতে সঞ্চয় সুবিধাও পেতে চান।

রমজান আলীর পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কৃষি ব্যাংক বিশেষায়িত ব্যাংক হিসেবে কাজ করছে। যার প্রধান লক্ষ্যই হলো কৃষি খাতের উন্নয়ন এবং গ্রামীণ অর্থনৈতিক ভিত্তি মজবুত করা। বিশেষায়িত ব্যাংক হিসেবে কৃষি ব্যাংক স্বল্প সুদে কৃষকদের কৃষি উপকরণ ক্রয়ে প্রয়োজনীয় মূলধনের সংস্থান করে। এছাড়া কৃষকদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে একত্রিত করে মূলধন গঠনের মাধ্যমে সঞ্চয়ী হিসাবের সুবিধা প্রদান করে থাকে। সুতরাং, কৃষি ব্যাংক রমজান আলীর পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা রাখে।

প্রশ্ন ▶১১ মি. অর্নব একজন ব্যবসায়ী। তিনি X নামক একটি ব্যাংকে হিসাব সংরক্ষণ করেন, যে ব্যাংক শুধু একটি অফিসের মাধ্যমে ব্যাংকিং কর্মকাণ্ড সম্পাদন করে। সম্প্রতি মি. অর্নবের ব্যবসায় পরিসর 'বেড়ে যাওয়ায় ব্যবসায়িক প্রয়োজনে তাকে দেশের বিভিন্ন স্থানের ব্যবসায়ীদের সাথে লেনদেন সম্পাদন করতে হচ্ছে। এমতাবস্থায় X ব্যাংকের মাধ্যমে তার ব্যবসায়িক লেনদেন সুচারুরূপে সম্পাদন করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই তিনি 'Y' নামক একটি ব্যাংকে হিসাব খুললেন যাতে দেশে-বিদেশে তার সকল ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে ব্যাংকিং সুবিধা পাওয়া যায়। *[কু. বো. ১৬]*

ক. ব্যাংক কী? ১

খ. ব্যাংককে ধার করা অর্থের ধারক বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উলি-খিত X ব্যাংকটি কাঠামোগতভাবে কোন ধরনের ব্যাংক? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মি. অর্নবের Y নামক ব্যাংকে হিসাব খোলার যৌক্তিকতা বিশে-ষণ করো। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে যে আর্থিক প্রতিষ্ঠান স্বল্প সুদে আমানত গ্রহণ এবং উচ্চ হারে গ্রাহকদের ঋণ হিসেবে প্রদান করে তাকে ব্যাংক বলে।

খ ব্যাংক বিভিন্ন হিসাবের মাধ্যমে জনগণের কাছ থেকে স্বল্প সুদে আমানত সংগ্রহ করে এবং তা গ্রাহকদের উচ্চ সুদে ঋণ দেয়।

ব্যাংক প্রথমে আমানত গ্রহণ করে ধারক ও পরে ঋণদাতা হিসেবে কাজ করে। এর ফলে ব্যাংক দেনাদার ও পাওনাদারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। আমানতের মাধ্যমে ধার করা অর্থ ধারণ করার পর তা হতে কিছু ঋণ দিয়ে ব্যবসায় পরিচালনা করে বলে ব্যাংক-কে ধার করা অর্থের ধারক বলা হয়।

গ উদ্দীপকে উলি-খিত X ব্যাংকটি কাঠামোগতভাবে একক ব্যাংক।

যে ব্যাংক মাত্র একটি অফিসের মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্য পরিচালনা করে তাকে একক ব্যাংক বলে। এ ব্যাংকের একটি অফিস ছাড়া অন্য কোথাও কোনো শাখা থাকে না। এ ধরনের ব্যাংকের কার্যাবলি শুধু একটি নির্দিষ্ট এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকে।

উদ্দীপকে মি. অর্নবের X ব্যাংকে একটি হিসাব রয়েছে। ব্যাংকটি শুধু একটি অফিসের মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্পাদন করে। একটি অফিসের মাধ্যমেই এ ব্যাংক নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী বা এলাকার জনগণকে ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে। দূরবর্তী কোনো অঞ্চলে অর্থ আদান-প্রদান করতে হলে একে অন্য ব্যাংক বা প্রতিনিধি ব্যাংকের সাহায্য নিতে হয়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে উলি-খিত X ব্যাংকটি কাঠামোগতভাবে একক ব্যাংক।

ঘ উদ্দীপকে মি. অর্নবের Y নামক শাখা ব্যাংকে হিসাব খোলার যথেষ্ট যৌক্তিকতা রয়েছে।

যে বৃহদায়তন ব্যাংক অনেকগুলো শাখার মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্য পরিচালনা করে তাকে শাখা ব্যাংক বলে। এ ব্যাংকগুলোর দেশে-বিদেশে অসংখ্য শাখা থাকে। ফলে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অর্থ স্থানান্তর এবং বৈদেশিক বাণিজ্য ও বিনিময়ে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

উদ্দীপকে ব্যবসায়ী অর্নবের X নামক একটি একক ব্যাংকে হিসাব রয়েছে। কিন্তু বর্তমানে তার ব্যবসায়ে পরিসর বেড়ে যাওয়ায় তাকে দেশের বিভিন্ন স্থানের ব্যবসায়ীদের সাথে লেনদেন করতে হয়। কিন্তু X ব্যাংকের মাধ্যমে তা সুচারুরূপে সম্পাদন করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই তিনি Y নামক একটি শাখা ব্যাংকে হিসাব খুললেন, যাতে দেশে-বিদেশে তার ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে ব্যাংকিং সুবিধা পাওয়া যায়।

শাখা ব্যাংকিং ব্যবস্থায় দেশে-বিদেশে অনেকগুলো শাখা খুলে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করা হয়। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পাদনে একক ব্যাংক অনেক ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হওয়ায় শাখা ব্যাংকের উদ্ভব ঘটেছে। দেশে-বিদেশে বিভিন্ন স্থানে এ ব্যাংকের শাখা থাকায় অতিসহজে অর্থ আদান-প্রদান করা যায়। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও এ ব্যাংকের শাখা থাকে। তাই যেকোনো স্থানেই অর্থ লেনদেন করা যায়। উদ্দীপকে মি. অর্নব Y ব্যাংকে হিসাব খোলার ফলে উপরে উলি-খিত সুবিধাগুলো পাবেন। পরিশেষে বলা যায়, Y ব্যাংকে হিসাব খোলা মি. অর্নবের জন্য যথার্থই যৌক্তিক হয়েছে।

প্রশ্ন ▶১২ জামাল ও কামাল শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করে ব্যাংকার হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। জামাল যে ব্যাংকে চাকরি নিয়েছেন সেই ব্যাংক নোট ও মুদ্রা ছাপায় এবং ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে। অপরদিকে কামাল যে ব্যাংকে চাকরি করেন তার মূল উদ্দেশ্য হলো মুনাফা অর্জন করা। এ ব্যাংক বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যে সহায়তা করে থাকে। দেশে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেতে থাকলে তা নিয়ন্ত্রণে উভয় ব্যাংকই ভূমিকা পালন করে থাকে। *[সি. বো. ১৬]*

ক. স্কুল ব্যাংকিং কাকে বলে? ১

খ. চেইন ব্যাংকিং বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত জামালের ব্যাংকটি কাজের ভিত্তিতে কোন ধরনের ব্যাংক? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত ব্যাংক দুটির মধ্যে কোনটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল ভূমিকা পালন করে? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্কুলপড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীদের সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করতে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো যে ব্যাংক হিসাব পরিচালনা করে তাকে স্কুল ব্যাংকিং বলে।

সহায়ক তথ্য

স্কুল ব্যাংকিং : উন্নত দেশগুলোতে স্কুল ব্যাংক ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। আমাদের দেশে অবশ্য এ ধরনের ব্যাংক ১৯৬০ সালের দিকে একবার প্রতিষ্ঠিত

হয়েছিল। কিন্তু বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। স্কুল থেকেই সঞ্চয়ে উৎসাহ দেয়া এ ব্যাংকের উদ্দেশ্য।

খ যে ব্যাংক ব্যবস্থায় সমজাতীয় কতিপয় ব্যাংক নিজেদের স্বাধীন সত্তা বজায় রেখে সমঝোতা ও সহযোগিতার ভিত্তিতে যৌথভাবে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে তাকে চেইন ব্যাংকিং বলে।

চেইন ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য হলো পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করা। মূলত অর্থ স্থানান্তরের অসুবিধা দূর করার জন্য একাধিক একক ব্যাংক তাদের স্বাধীন সত্তা বজায় রেখে চেইন ব্যাংকিং নেটওয়ার্ক তৈরি করে।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত জামালের ব্যাংকটি কাজের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বিবেচিত।

জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলে। এ ব্যাংক সরকার ও অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংকার, দেশের মুদ্রা বাজারের পরিচালক এবং সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে দেশের আর্থিক নীতি বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করে।

উদ্দীপকে জামাল যে ব্যাংকে চাকরি করেন সে ব্যাংক নোট ও মুদ্রা ইস্যু এবং ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে। একমাত্র কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের পক্ষে নোট ও মুদ্রা ইস্যু এবং মুদ্রা বাজার নিয়ন্ত্রণ করে। পাশাপাশি ঋণের পরিমাণ কাম্যস্তরে রাখার জন্য বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার করে যেমন: ব্যাংক হার নীতি, খোলা বাজার নীতি, জমার হার পরিবর্তন নীতি, ঋণ বরাদ্দকরণ নীতি ইত্যাদি। কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে দেশের দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখতে সহায়তা করে। সুতরাং উদ্দীপকে জামাল-এর কর্মরত ব্যাংকটি বৈশিষ্ট্যের বিচারে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

ঘ উদ্দীপকে কামালের ব্যাংকটি বাণিজ্যিক ব্যাংক যা একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মূল ভূমিকা পালন করে।

বাণিজ্যিক ব্যাংক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে স্বল্পসুদে জনগণের অর্থ আমানত হিসেবে জমা রাখে, অধিক সুদে বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দেয়, গ্রাহকদের পক্ষে অর্থ আদায়, পরিশোধ, স্থানান্তরসহ বিভিন্ন ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে।

উদ্দীপকে কামালের ব্যাংকটি মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত ও পরিচালিত। এটি বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যে সহায়তা করে। অর্থাৎ ব্যাংকটি বাণিজ্যিক ব্যাংক। অপরপক্ষে জামালের ব্যাংকটি নোট ও মুদ্রা ছাপায় এবং ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে, যা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত।

বাণিজ্যিক ব্যাংক মূলত স্বল্পসুদে জনগণের সঞ্চিত অর্থ আমানত হিসেবে গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে এ ব্যাংক জনগণের আমানত দ্বারা তহবিল গঠন করে। উক্ত তহবিল দ্বারা বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে অধিক সুদে ঋণ প্রদান করে। এতে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। একই সাথে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায় এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। এর ফলে দেশের অর্থনীতি উন্নতির দিকে এগিয়ে যায়। পক্ষান্তরে জামালের কর্মরত ব্যাংকটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক, যা দেশের জন্য নোট ও মুদ্রা ইস্যু এবং ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু মূলধন গঠন বা ঘাটতি খাতে ঋণ সুবিধা প্রদান করে না। তবে অর্থনীতিকে স্থিতিশীল রাখতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক আর্থিক নীতি প্রণয়ন করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সুতরাং এ কথা বলা যায় যে, একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কেন্দ্রীয় ও বাণিজ্যিক উভয় ব্যাংকই কার্যকর ভূমিকা পালন করে। তবে বাণিজ্যিক ব্যাংক এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▶১৩ বাংলাদেশ কৃষিনির্ভর, শিল্পে অনুন্নত একটি দেশ। বর্তমানে জনগণের মাথাপিছু আয় বেড়ে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে। ফলে বৈদেশিক বিনিয়োগ ক্রমশ বাড়ছে। কৃষি ও কৃষকদের উন্নয়নের লক্ষ্যে সহজ শর্তে ঋণদানের ব্যাংক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে দেশব্যাপী। সরকার কৃষির পাশাপাশি শিল্পের উন্নয়নের কথা ভাবছে। *[য. বো.১৬]*

ক. তারল্য কী? ১

খ. বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংককে মিশ্র ব্যাংক বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে সরকার দেশের কৃষির উন্নয়নে কোন ধরনের ব্যাংক ব্যবস্থার কথা বলেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. কৃষির মতো শিল্পের উন্নয়নে বিশেষ ধরনের ব্যাংক ব্যবস্থার কি কোনো প্রয়োজন আছে? উদ্দীপকের আলোকে তা বিশে-ষণ করো। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গ্রাহকদের জমাকৃত অর্থ চাহিবামাত্র ব্যাংক কর্তৃক ফেরতদানের ক্ষমতাকে তারল্য বলে।

সহায়ক তথ্য

তারল্য : ব্যাংক জনগণের অর্থ আমানত হিসেবে গ্রহণ করে। গ্রাহক যখন অর্থ উত্তোলন করতে চাইবে, ব্যাংক তখন উক্ত অর্থ প্রদানে বাধ্য থাকবে। এক্ষেত্রে ব্যাংক যদি আমানতের সমুদয় অর্থ নগদ হিসেবে সংরক্ষণ করে, তবে ব্যাংকের কোনো বিনিয়োগ হবে না এবং মুনাফাও বাধাগ্রস্ত হবে। তাই ব্যাংকের তহবিলে অতিরিক্ত নগদ অর্থ থাকবে না আবার নগদ অর্থের সংকটও থাকবে না। ব্যাংকের এ ব্যবস্থাকেই তারল্য বলে।

খ যে ব্যাংক একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত উভয় ব্যাংকের কার্যাবলি সম্পাদন করে তাকে মিশ্র ব্যাংক বলে।

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক বিশেষায়িত ব্যাংক হিসেবে কৃষি ও কৃষিজ পণ্যের উন্নয়নে কাজ করে। অন্যদিকে বাণিজ্যিক ব্যাংকের মতো আমানত গ্রহণ ও ঋণদান করে। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কৃষি ক্ষেত্রে উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়েও জনসাধারণের সঞ্চয় সংগ্রহ এবং তাদের ঋণদান করে। একই সাথে বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত কার্যক্রমের সাথে জড়িত বলে কৃষি ব্যাংককে মিশ্র ব্যাংক বলা হয়।

গ উদ্দীপকে সরকার দেশের কৃষির উন্নয়নে কৃষি ব্যাংক ব্যবস্থার কথা বলেছে।

দেশের কৃষি খাতে উন্নয়নের লক্ষ্যে কৃষকদের অর্থসংস্থানের জন্য যে ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় তাকে কৃষি ব্যাংক বলে। এটি একটি বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান। এর কাজ হলো কৃষকদের কৃষি যন্ত্রপাতি, সার, বীজ ইত্যাদি ক্রয়ে প্রয়োজনীয় মূলধনের সংস্থান করা। এ ব্যাংক কৃষি ও কৃষিজ শিল্পের উন্নয়নের স্বার্থে কাজ করে।

উদ্দীপকে উলে-খ্য, বাংলাদেশ কৃষিনির্ভর কিন্তু শিল্পে অনুন্নত একটি দেশ। বর্তমানে দেশব্যাপী কৃষিখাত ও কৃষকদের উন্নয়নের লক্ষ্যে সহজ শর্তে ঋণদানের উদ্দেশ্যে ব্যাংক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। অর্থাৎ এটি কৃষি ব্যাংক। কৃষি ক্ষেত্রে উন্নয়নের লক্ষ্যে এ ব্যাংক কৃষকদেরকে বিভিন্ন মেয়াদের ঋণ প্রদান করে থাকে। এছাড়াও প্রয়োজনে বিভিন্ন রকম পরামর্শদানের মাধ্যমে সহায়তা করে থাকে। তাই বলা যায়, আমাদের কৃষি খাতের উন্নয়ন অনেকাংশে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের কর্মদক্ষতার ওপর নির্ভর করে।

ঘ কৃষির মতো শিল্পের উন্নয়নে বিশেষ ধরনের ব্যাংক ব্যবস্থা তথা শিল্প ব্যাংকেরও যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে।

দেশের শিল্প খাতে উন্নয়নের লক্ষ্যে যে ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় তাকে শিল্প ব্যাংক বলে। যন্ত্রপাতি সংগ্রহ, ভূমি ক্রয়, কারখানা নির্মাণ ইত্যাদির জন্য শিল্প ব্যাংক ঋণ প্রদান করে থাকে। একই সাথে শেয়ার ও ঋণপত্র বিক্রয়ে সহযোগিতা করে।

উদ্দীপকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। বাংলাদেশ কৃষিনির্ভর কিন্তু শিল্পে অনুন্নত একটি দেশ। জনগণের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির ফলে দেশটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে। কৃষিখাত ও কৃষকদের উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশব্যাপী সহজ শর্তে ঋণদানের জন্য ব্যাংক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। বর্তমানে সরকার কৃষির পাশাপাশি শিল্পের উন্নয়নের কথা ভাবছে।

বিশেষায়িত ব্যাংক হিসেবে সে ব্যাংকগুলোর প্রচলন রয়েছে তার মধ্যে কৃষি ব্যাংক ও শিল্প ব্যাংক অন্যতম। উদ্দীপকে বাংলাদেশকে শিল্পে অনুন্নত একটি দেশ বলা হয়েছে। তাই শিল্পে উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে শিল্প ব্যাংকের কোনো বিকল্প নেই। কেননা এ ব্যাংক শিল্পে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি সংগ্রহ, ভূমি ক্রয়, কারখানা নির্মাণ ইত্যাদির জন্য উদ্যোক্তাদের ঋণ সুবিধা প্রদান করে। এ সুবিধা দেশে শিল্পের সম্প্রসারণ ঘটাতে সাহায্য করে। এতে বৈদেশিক বিনিয়োগের মাত্রা বৃদ্ধির সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। তাই বলা যায়, কৃষির মতো শিল্পের উন্নয়নে বিশেষ ধরনের ব্যাংক ব্যবস্থার অবশ্যই প্রয়োজন রয়েছে।

প্রশ্ন ▶১৪ জনগণ যাতে ব্যাংক থেকে অধিক সেবা পেতে পারে সে বিষয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সতর্ক। গ্রাহকদের পক্ষে ব্যাংকগুলো অর্থ আদায় ও পরিশোধ করছে। শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করছে, অর্থ ও সম্পদের নিরাপদ সংরক্ষণ করছে। এছাড়াও কত কাজ। কেন্দ্রীয় ব্যাংক তা তদারক করে। বাংলাদেশ ব্যাংক লক্ষ করছে কতিপয় ব্যাংক তাদের মূল কাজের বাইরে গিয়ে শেয়ার বাজারে অধিক বিনিয়োগ করছে। অধিক ঝুঁকিপূর্ণ খাতে ঋণ দিচ্ছে। যথাযথভাবে প্রভিশন সংরক্ষণ করছে না। তাই ব্যাংকগুলোর বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় ব্যাংক শক্ত ব্যবস্থা নিতে যাচ্ছে। *[ব. বো. ১৬]*

ক. ব্যাংকিং কী? ১

খ. শাখা ব্যাংকিং বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে ব্যাংকের উলি-খিত কাজগুলো কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ব্যাসেল-২ এর নির্দেশনাই কেন্দ্রীয় ব্যাংককে শক্ত ব্যবস্থা নিতে বাধ্য করছে– তুমি কি এ বক্তব্য সমর্থন করো? ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যাংকের সামগ্রিক কার্যক্রমকে ব্যাংকিং বলে।

খ যে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় কেবল একটি কেন্দ্রীয় অফিসের মাধ্যমে বিভিন্ন শাখা একই নামে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়ে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে তাকে শাখা ব্যাংকিং বলে।

শাখা ব্যাংক প্রধান অফিসের রীতি-নীতি অনুযায়ী পরিচালিত হয় এবং এর কোনো আলাদা সত্তা থাকে না। বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থা মূলত শাখা ব্যাংক ব্যবস্থার আওতাধীন।

গ উদ্দীপকে উলি-খিত ব্যাংকের কাজগুলো প্রতিনিধিত্বমূলক কার্যাবলির আওতভুক্ত।

ব্যাংক গ্রাহকের পক্ষে মূলত যে সব কাজ করে থাকে তা-ই প্রতিনিধিত্বমূলক কার্যাবলি নামে পরিচিত। বর্তমানে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো গ্রাহকের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করে থাকে।

উদ্দীপকে উলে-খ্য গ্রাহকদের পক্ষে ব্যাংকগুলো অর্থ আদায় ও পরিশোধ করে। এছাড়াও শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়সহ অর্থ ও সম্পদের নিরাপদ সংরক্ষণ করে। অর্থাৎ উদ্দীপকে ব্যাংক বলতে বাণিজ্যিক ব্যাংককে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো গ্রাহকের পক্ষে উক্ত কাজ করে থাকে। অর্থাৎ গ্রাহকের প্রতিনিধি হিসেবে ব্যাংক এসব কাজগুলো করে।

ঘ ব্যাসেল-২ এর নির্দেশনাই কেন্দ্রীয় ব্যাংক-কে শক্ত ব্যবস্থা নিতে বাধ্য করছে– আমি এ বক্তব্যকে সম্পূর্ণ সমর্থন করি।

তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহের ঝুঁকিভিত্তিক মূলধন পর্যাপ্ততার বিষয়টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে BIS কর্তৃক প্রবর্তিত বিধি-বিধানকে ব্যাসেল-২ বলে।

উদ্দীপকে জনগণ যেন ব্যাংক থেকে অধিক সেবা পায় সে বিষয়ের দিকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক লক্ষ রাখে। এছাড়াও বাণিজ্যিক ব্যাংক যে সকল কাজ সম্পাদন করে তা কেন্দ্রীয় ব্যাংক তদারকি করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক লক্ষ করল যে, কিছু ব্যাংক তাদের মূল কাজের বাইরে গিয়ে শেয়ারবাজারে অধিক বিনিয়োগ করছে। এছাড়াও অধিক ঝুঁকিপূর্ণ খাতে ঋণ দিচ্ছে, যা ব্যাসেল-২ এর নির্দেশনার বহির্ভূত। ফলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এসকল ব্যাংকের বিরুদ্ধে শক্ত ব্যবস্থা নিতে যাচ্ছে।

ব্যাসেল-২ এর নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যাংকগুলোকে এমন পরিমাণ মূলধন সংরক্ষণ করতে হবে যেন আমানতকারীরা কখনো ঝুঁকির মধ্যে না পড়ে। এ নির্দেশনার ফলেই ব্যাংকগুলোকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ পরিশোধিত মূলধন ও সংরক্ষিত তহবিল সংরক্ষণ করতে হয়। এছাড়াও শ্রেণিভিত্তিক ঋণের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রভিশন সংরক্ষণ ও শেয়ারবাজারসহ ঝুঁকিপূর্ণ খাতে অধিক বিনিয়োগ করতে পারে না। আর এসব নির্দেশনা অমান্য করলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক অমান্যকারী ব্যাংকগুলোর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হয়। তাই বলা যায়, ব্যাসেল-২ এর নির্দেশনাই কেন্দ্রীয় ব্যাংক-কে শক্ত ব্যবস্থা নিতে বাধ্য করছে, যা আমি সমর্থন করি।

প্রশ্ন ▶১৫ শাপলা ব্যাংক বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রত্যয়পত্র ইস্যু করে, বিনিময় হার নির্ধারণ করে বৈদেশিক দেনা পাওনা নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করে। এছাড়াও দীর্ঘমেয়াদে ঋণ দেয়, বিনিয়োগ করে এবং শেয়ার-এর অবলেখকের দায়িত্ব পালন করে থাকে। কিন্তু বর্তমানে ব্যাংকটি আগের মত তাদের কার্যক্রম সম্পাদন করতে পারছে না। তাই দোয়েল ব্যাংক শাপলা ব্যাংকের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে তাদের নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। *[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]*

ক. স্বায়ত্তশাসিত ব্যাংক কী? ১

খ. ব্যাসেল ২ কোন কোন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়? ২

গ. শাপলা ব্যাংক কাজের ভিত্তিতে কোন ধরনের ব্যাংক? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. শাপলা ব্যাংকের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে দোয়েল ব্যাংক কোন ধরনের ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করবে? বর্ণনা করো। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সরকারের বিশেষ আইনবলে ও সংবিধানের বিশেষ অধ্যাদেশের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে স্বায়ত্তশাসিত ব্যাংক বলে।

সহায়ক তথ্য

বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক-এর উদাহরণ।

খ ব্যাসেল-২ তিন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঝুঁকি ভিত্তিক মূলধন কাঠামো নির্ধারণের আন্তর্জাতিক মানদণ্ড হলো ব্যাসেল-২। ব্যাসেল-২ তিনটি স্বতন্ত্র ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। ন্যূনতম মূলধন নির্ধারণে, তত্ত্বাবধায়ক পর্যালোচনা ও বাজার শৃঙ্খলা রক্ষায় ব্যাসেল-২ প্রয়োগ করা হয়।

গ শাপলা ব্যাংক কাজের ভিত্তিতে বাণিজ্যিক ব্যাংক।

মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে আমানতি অর্থ থেকে ঋণ সৃষ্টির কাজে জড়িত ব্যাংক হলো বাণিজ্যিক ব্যাংক।

উদ্দীপকে শাপলা ব্যাংক বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রত্যয়পত্র ইস্যু করেও বিনিময় হার নির্ধারণ করে বৈদেশিক দেনা পাওনা নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করে। এ ছাড়া দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দেয়, বিনিয়োগ করে এবং শেয়ার এর অবলেখক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। বাণিজ্যিক ব্যাংক গ্রাহকের পক্ষে বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রত্যয়পত্র ইস্যু করে, বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ার, বন্ড, ডিবেঞ্চার ক্রয়-বিক্রয়ে অবলেখক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। এসব কার্যাবলি সম্পাদন করে এ ব্যাংক মুনাফা অর্জন করে থাকে। উদ্দীপকের শাপলা ব্যাংকটি প্রত্যয়পত্র, অবলেখন, দীর্ঘমেয়াদি ঋণ ও বিনিয়োগ করে। এসব কাজ বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাজের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই শাপলা ব্যাংক একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক।

ঘ শাপলা ব্যাংকের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে দোয়েল ব্যাংক গ্রুপ ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

একটি শক্তিশালী ব্যাংক অপেক্ষাকৃত দুর্বল ব্যাংকগুলোর অধিকাংশ শেয়ার ক্রয় করে যে ব্যাংকিং জোট সৃষ্টি করে, তাকে গ্রুপ ব্যাংকিং বলে।

উদ্দীপকে শাপলা ব্যাংক বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রত্যয়পত্র ইস্যু ও বিনিময় হার নির্ধারণ করে বৈদেশিক দেনা পাওনার নিষ্পত্তি করে। এ ছাড়া দীর্ঘমেয়াদি ঋণ, বিনিয়োগ ও অবলেখকের দায়িত্ব পালন করে ব্যাংকটি। আগের মত ব্যাংকটি কার্যক্রম সম্পাদন করতে পারছে না বলে দোয়েল ব্যাংক শাপলা ব্যাংকটির নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করে।

গ্রুপ ব্যাংকিং ব্যবস্থায় একটি শক্তিশালী ব্যাংক ছোট ছোট ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ ভার গ্রহণ করে। এ নিয়ন্ত্রণ চুক্তিবদ্ধ বা শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে আসতে পারে। ফলে ছোট ব্যাংকগুলো অপেক্ষাকৃত বড় ব্যাংকের সাথে যুক্ত হয়ে ব্যাংকিং সুবিধা প্রদানের সক্ষমতা অর্জন করে। উদ্দীপকে শাপলা ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণভার দোয়েল ব্যাংক গ্রহণ করেছে। তারা জোটবদ্ধ হয়ে আগের চেয়ে বেশি সেবা প্রদানে সক্ষম হবে। তাই বলা যায়, তারা গ্রুপ ব্যাংক ব্যবস্থা সৃষ্টি করেছে।

প্রশ্ন ▶১৬ জনাব আকবর বাংলাদেশের অন্যতম ব্যাংকিং ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তার জীবদ্দশায় নিজের গড়া ওয়েস্টল্যান্ড ব্যাংকিং কর্পোরেশন দেশের অনেকগুলো ছোট ব্যাংকের শেয়ার কিনে নিয়ন্ত্রণ নেয় এবং দেশের ব্যাংকিং জগতের অন্যতম সেরা প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা পায়। পরবর্তীতে জনাব আকবর না থাকা অবস্থায় ব্যাংকটি আগ্রাসী ব্যাংকিং নীতি ও কার্যক্রম গ্রহণ করে। দেশের প্রত্যন্ড় অঞ্চলগুলোতে ব্যাংকের অফিস প্রতিষ্ঠা করা হয়। কিন্তু কার্যকর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আরোপে প্রতিষ্ঠানটি হিমশিম খাচ্ছে। *[আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]*

ক. মার্চেন্ট ব্যাংক কী? ১

খ. ব্যাংককে অর্থনীতির চালিকাশক্তি বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে কর্পোরেশনটি সাংগঠনিক কাঠামোর ভিত্তিতে কোন ধরনের ব্যাংকিং ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বিভিন্ন স্থানে অফিস সম্বলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য– তা উদ্দীপকের আলোকে বিশে-ষণ করো। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিনিময় ব্যাংক ও বিনিয়োগ ব্যাংকের সমন্বিত ব্যাংকিং ব্যবস্থা হলো মার্চেন্ট ব্যাংক।

খ ব্যাংক অর্থের যোগান ও এর সরবরাহের মাধ্যমে অর্থনীতিকে সচল রাখে বলে ব্যাংককে অর্থনীতির চালিকাশক্তি বলা হয়।

ব্যাংক নোট ও মুদ্রার প্রচলন করে। অর্থের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আমানত গ্রহণ করে। উৎপাদনের বিকাশে ঋণদান, লাভজনক প্রকল্পে বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে। এতে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হয়। এজন্য ব্যাংককে অর্থনীতির চালিকাশক্তি বলা হয়।

গ উদ্দীপকে 'ওয়েস্টল্যান্ড কর্পোরেশন' সাংগঠনিক কাঠামোর ভিত্তিতে গ্রুপ ব্যাংকিং ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে।

একটি শক্তিশালী ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত একগুচ্ছ দুর্বল ব্যাংককে একত্রে গ্রুপ ব্যাংকিং বলে। দুর্বল ব্যাংকগুলোর অধিকাংশ শেয়ার ক্রয় করে বড় ব্যাংকগুলো গ্রুপ ব্যাংক সৃষ্টি করতে পারে।

উদ্দীপকে জনাব আকবর বাংলাদেশের অন্যতম ব্যাংকিং ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তার গড়া 'ওয়েস্টল্যান্ড ব্যাংকিং কর্পোরেশন' দেশের অনেকগুলো ছোট ও দুর্বল ব্যাংকের শেয়ার কিনে নিয়ন্ত্রণ নেয়। এভাবে প্রতিষ্ঠানটি ব্যাংকিং জগতের অন্যতম সেবা প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা পায়। এখানে, ওয়েস্টল্যান্ড গ্রুপ ব্যাংকিং গড়ে তুলেছে। যেখানে, ছোট ছোট ব্যাংকের শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে বড় ব্যাংকগুলো তাদের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে এবং শক্তিশালী জোট গড়ে তোলে। তাই 'ওয়েস্টল্যান্ড ব্যাংকিং কর্পোরেশনের' প্রতিষ্ঠিত ব্যাংকিং ব্যবস্থাটি হলো গ্রুপ ব্যাংকিং।

ঘ বিভিন্ন স্থানে অফিস সম্বলিত ব্যাংকিং অর্থাৎ শাখা ব্যাংকিং ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য– তা বিশে-ষণ করা হলো।

কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণে একই নামে পরিচালিত দেশে বিদেশে একাধিক মাখা সম্বলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থার নাম শাখা ব্যাংক।

উদ্দীপকে 'ওয়েস্টল্যান্ড ব্যাংকিং কর্পোরেশন' অধিকাংশ ব্যাংকের শেয়ার ক্রয় করে গ্রুপ ব্যাংকিং ব্যবস্থা সৃষ্টি করে। পরবর্তীতে দেশের প্রত্যন্ড় অঞ্চলে ব্যাংকের অফিস প্রতিষ্ঠা করা হয়। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানটি শাখা ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করেছে। তবে ব্যাংকটি শাখাগুলোকে নিয়ন্ত্রণে হিমশিম খাচ্ছে।

একই নামে ও মালিকানায় একাধিক শাখার মাধ্যমে পরিচালিত হয় শাখা ব্যাংকিং। দেশের বিভিন্ন স্থানে শাখাগুলোর অবস্থান হওয়ায় এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় অফিসের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা খুবই অপরিহার্য। যথাযথ নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি করা সম্ভব না হলে শাখা ব্যাংকিং ব্যবস্থা সুবিধার পরিবর্তে অসুবিধায় পরিণত হয়। এর ফলে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়, কর্মক্ষমতা কমে, সম্পদের অপচয় বাড়ে। যা মুনাফা অর্জন ক্ষমতা কমায়। উদ্দীপকের 'ওয়েস্টল্যান্ড ব্যাংকিং কর্পোরেশন' এর ক্ষেত্রে এ ধরনের অব্যবস্থাপনা পরিলক্ষিত হয়েছে। এ থেকে বলা যায়, শাখা ব্যাংকিং ব্যবস্থায় যথাযথ নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য।

প্রশ্ন ▶১৭ সাহিল একজন চিংড়ি রপ্তানিকারক। শুধু একটি বিশেষ ক্ষেত্রে পৃষ্ঠপোষকতা করে এমন একটি ব্যাংকে প্রথমে তিনি লেনদেন শুরু করলেও সব ধরনের ব্যাংকিং সেবা পাওয়া যায় এমন ব্যাংকেই তিনি অধিকাংশ লেনদেন সম্পন্ন করেন। তার মতে, ব্যাংক বলতে মূলত এ ব্যাংককেই বোঝায়? *[ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*

ক. বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান উদ্দেশ্য কী? ১

খ. বাণিজ্যিক ব্যাংক কীভাবে বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করে? ২

গ. সাহিল সাহেবের প্রথমে কোন ব্যাংকে লেনদেন ছিল? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. পরবর্তীতে লেনদেনকৃত ব্যাংক সম্পর্কে সাহিল সাহেবের ধারণার সাথে তুমি কি একমত? উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন।

খ বাণিজ্যিক ব্যাংক চেক, ড্রাফট, পে-অর্ডার, প্রত্যয়পত্র ইস্যু করে বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করে।

আমানত গ্রহণ ও ঋণদান কাজে বাণিজ্যিক ব্যাংক জড়িত। এ কাজের পাশাপাশি আমানতী অর্থ উত্তোলনে চেক, বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রত্যয়পত্র, এক স্থান থেকে অন্য স্থানে অর্থ স্থানান্ড়রে পে-অর্ডার ও ব্যাংক ড্রাফটের প্রচলন করে বাণিজ্যিক ব্যাংক। নগদ অর্থের বিকল্প হিসেবে কাজ করার মাধ্যমে দলিলগুলো বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।

গ সাহিল সাহেব প্রথমে বিশেষায়িত ব্যাংকে লেনদেন করেছিলেন।

অর্থনীতির বিশেষ কোন খাতের উন্নয়ন নিয়ে কাজ করে বিশেষায়িত ব্যাংক। ফলে অন্যান্য ব্যাংকের যত গ্রাহক এ ব্যাংক থেকে সকল ব্যাংকিং সেবা পায় না।

উদ্দীপকে সাহিল একজন চিংড়ি রপ্তানিকারক। শুধু একটি বিশেষ ক্ষেত্রে পৃষ্ঠপোষকতা করে এমন একটি ব্যাংকে তিনি প্রথমে লেনদেন শুরু করেন। বিশেষ কাজে অভিজ্ঞ ও দক্ষ ব্যাংকই বিশেষায়িত ব্যাংক। এরা অর্থনীতির যেকোনো একটি ক্ষেত্র বা খাত নিয়ে কার্যক্রম চালায়। যেমন: শিল্প ব্যাংক, কৃষি ব্যাংক। নির্দিষ্ট খাতের বাইরে এ প্রতিষ্ঠান ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে না। তাই বলা যায়, তার লেনদেনকৃত ব্যাংকটি একটি বিশেষায়িত ব্যাংক।

ঘ সাহিলের পরবর্তীতে লেনদেনকৃত ব্যাংকটি বাণিজ্যিক ব্যাংক। 'ব্যাংক বলতে মূলত বাণিজ্যিক ব্যাংককেই বোঝায়' –উক্তিটি যথার্থ।

মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে আমানত ও ঋণদানের পাশাপাশি অন্যান্য ব্যাংকিং সেবাদানে নিয়োজিত আর্থিক প্রতিষ্ঠান হলো বাণিজ্যিক ব্যাংক। এ ব্যাংক দেশের অর্থনীতির উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

উদ্দীপকে সাহিল একজন চিংড়ি রপ্তানিকারক। প্রথমে সে একটি বিশেষায়িত ব্যাংকে লেনদেন করত। তবে উক্ত ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত ব্যাংকিং সেবা ছিল সীমিত। সব ধরনের ব্যাংকিং সেবা পেতে তিনি অন্য একটি ব্যাংকের শরণাপন্ন হন। সেটি মূলত বাণিজ্যিক ব্যাংক।

বাণিজ্যিক ব্যাংক চলতি, সঞ্চয়ী ও স্থায়ী হিসাবের মাধ্যমে গ্রাহকের সঞ্চিত অর্থ আমানত হিসেবে গ্রহণ করে। গৃহীত আমানত থেকে ঋণ সৃষ্টি করে। বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে চেক, বিনিময় বিল, পে-অর্ডার, ব্যাংক ড্রাফট ও প্রত্যয়পত্রের প্রচলন করে। এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিরাপদে অর্থ স্থানান্ড়র করে। বৈদেশিক বাণিজ্যে সহায়তা ও পরামর্শ দান করে। মূল্যবান দ্রব্যাদি নিরাপদে লকারে সংরক্ষণ করে। গ্রাহকের প্রতিনিধি হিসেবে বিলের অর্থ আদায় ও পরিশোধ করে। গ্রাহক প্রায় সকল সেবাই এ ব্যাংক থেকে পেয়ে থাকে, যা বিশেষায়িত ব্যাংক থেকে পাওয়া যায় না। এজন্য ব্যাংক বলতে মূলত বাণিজ্যিক ব্যাংককে বোঝায়।

প্রশ্ন ▶১৮ বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। ইদানীং এদেশের চিংড়ির আন্তর্জাতিক চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ খাতকে সহায়তা করার পক্ষে কক্সবাজারে 'AKL ব্যাংক লি.' নামক একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ব্যাকের পর্যাপ্ত পরিশোধিত মূলধন থাকা সত্ত্বেও গ্রাহক সংখ্যা স্বল্প। এ কারণে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এটিকে পরিপূর্ণ ব্যাংকিং কার্যাবলি সম্পাদনের অনুমতি দেয়। *[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা]*

ক. ব্যাংকিং কী? ১

খ. ব্যাংকের তারল্য নীতি বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. কার্যাবলির ভিত্তিতে 'AKL ব্যাংক লি. প্রথম পর্যায় কোন ধরনের ব্যাংক ছিল? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত 'AKL ব্যাংক লি.' এখন কোন ধরনের ব্যাংককে পরিণত হবে? যুক্তিসহ বিশে-ষণ করো। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যাংক কর্তৃক সম্পাদিত সকল কার্যাবলিকে ব্যাংকিং বলে।

খ 'বাণিজ্যিক ব্যাংককে পর্যাপ্ত পরিমাণে নগদ অর্থ বা তরল সম্পদ সংরক্ষণ রাখতে হয়' –এ নীতিকে ব্যাংকের তারল্য নীতি বলে।

গ্রাহকের আমানত বাণিজ্যিক ব্যাংকের তহবিলের মূল উৎস। উক্ত আমানত থেকে ব্যাংক বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দেয়। তবে ব্যাংক অবশ্যই একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ তহবিলে রাখে। এতে ব্যাংকটি গ্রাহকের অর্থ চাহিবামাত্র ফেরত দিতে পারে। এই নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ব্যাংক তহবিলে জমা রাখাকে ব্যাংকের তারল্য নীতি বলে।

গ কার্যাবলির ভিত্তিতে AKL ব্যাংক লি. প্রথম পর্যায়ে বিশেষায়িত ব্যাংক ছিল।

বিশেষায়িত ব্যাংক অর্থনীতির বিশেষ কোন দিক নিয়ে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে। উক্ত ব্যাংকটি একটি বিশেষ ক্ষেত্রে উন্নয়নের কাজ করে। এই ব্যাংক নির্দিষ্ট খাতে গ্রাহকের প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণে সচেষ্ট থাকে।

এদেশের চিংড়ির আন্তর্জাতিকভাবে চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ খাতকে সহায়তা করার লক্ষ্যে কক্সবাজার AKL ব্যাংক লি. প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যাংকটির যথেষ্ট পরিশোধিত মূলধন আছে। কিন্তু গ্রাহক সংখ্যা কম, বিশেষায়িত ব্যাংক একটি বিশেষ খাত নিয়ে কার্যক্রম চালায়। তাদের কার্যক্রম একটি নির্দিষ্ট শিল্পের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। এতে তাদের গ্রাহক সংখ্যা সাধারণত কম থাকে। তাই বলা যায় যে, AKL ব্যাংক লি. প্রথম পর্যায়ে একটি বিশেষায়িত ব্যাংক ছিল।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত "AKL ব্যাংক লি" এখন বাণিজ্যিক ব্যাংকে পরিণত হবে।

মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে বাণিজ্যিক ব্যাংক জনগণের কাছ থেকে স্বল্প সুদে আমানত সংগ্রহ করে। উক্ত আমানত থেকে অধিক সুদে গ্রাহককে ঋণ দেয়।

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। এদেশের চিংড়ি খাতের চাহিদা বাড়ানোর লক্ষ্যে কক্সবাজারে "AKL ব্যাংক লি." প্রতিষ্ঠিত হয়। উক্ত ব্যাংকের পর্যাপ্ত পরিশোধিত মূলধন আছে কিন্তু গ্রাহক সংখ্যা কম। কেন্দ্রীয় ব্যাংক উক্ত ব্যাংককে পরিপূর্ণ ব্যাংকিং কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য অনুমতি দেয়।

বাণিজ্যিক ব্যাংকে পরিণত হওয়ায়, AKL ব্যাংক লি. সাধারণ গ্রাহকদের কাছ থেকে আমানত সংগ্রহ করতে পারবে। এতে তাদের গ্রাহক সংখ্যা বাড়বে। তারা ঋণদানের জন্য আরও বেশি অর্থ সংগ্রহ করতে পারবে। তাদের ব্যাংকিং কার্যক্রম বাড়বে। তাদের কার্যক্রম একটি নির্দিষ্ট শিল্পের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। এভাবে ব্যাংকটি ভবিষ্যতে সফলভাবে ব্যাংকিং কার্য পরিচালনা করতে পারবে। সুতরাং বলা যায় AKL ব্যাংক লি. কে বাণিজ্যিক ব্যাংকে পরিণত করা যুক্তিসঙ্গত। এক ধরনের খাতে অধিক ঋণ না দিয়ে ব্যাংকটি ভিন্ন ভিন্ন খাতে ঋণ দেয়। এতে গ্রাহকের সংখ্যা বাড়ে। এ ছাড়াও ব্যাংকটি জনগণের কাছ থেকে স্বল্প সুদে আমানত সংগ্রহের সুবিধা দেয়। ফলে ব্যাংকের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটে।

প্রশ্ন ▶১৯ মেহেদী ও আমেনা ভাই-বোন। দুজনই ডিগ্রি পাস করেছে। কিন্তু তারা চাকরির জন্য বসে না থেকে নিজেরাই কিছু করবে ভেবে মনস্থির করল। সেই উদ্দেশ্যে মেহেদী এমন একটি ব্যাংক থেকে ঋণ নিল, যা বেকার সমস্যা দূরীকরণের জন্য যুবক ও যুবমহিলাদের সহজ শর্তে ঋণ দেয়। অন্যদিকে আমেনা অন্য আরেকটি ব্যাংক থেকে ঋণ নিল। ব্যাংকটি ছোট ও ঘরোয়া শিল্প গড়ে তুলতে সহজ শর্তে ঋণ দিয়ে থাকে। *[আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা]*

ক. মিশ্র ব্যাংক কী? ১

খ. গারনিশি অর্ডার কেন জারি করা হয়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. মেহেদী যে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছে কার্যাবলির ভিত্তিতে তা কোন ধরনের ব্যাংক? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে আমেনাকে ঋণ সরবরাহকারী ব্যাংকটি কতটুকু ভূমিকা রাখে বলে তুমি মনে কর? যুক্তিসহকারে বিশে-ষণ করো। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে ব্যাংক একই সাথে জনগণের কাছে থেকে আমানত সংগ্রহের পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদি ঋণ মঞ্জুর ও বিনিয়োগ করে তাকে মিশ্র ব্যাংক বলে।

খ গ্রাহকের কোনো হিসাব ক্রোক বা বন্ধ করার বা লেনদেন স্থগিত করার জন্য আদালত কর্তৃক ব্যাংকের ওপর গারনিশি অর্ডার জারি করা হয়।

পাওনাদারের পাওনা অর্থ আদায়ের উদ্দেশ্যে আদালত ব্যাংকের প্রতি এরূপ আদেশ জারি করে থাকে। পাওনাদারের আবেদনের প্রেক্ষিতে আদালত যদি প্রমাণ পায় যে, আমানতকারী আবেদনকারীর কাছে দায়গ্রস্থ তবেই এরূপ নির্দেশ দিয়ে থাকে।

গ মেহেদী যে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছে কার্যাবলির ভিত্তিতে তা কর্মসংস্থান ব্যাংক।

কর্মসংস্থান ব্যাংক বেকার যুবক ও যুবমহিলাদের স্বকর্মসংস্থানে সহায়তা করে। এ আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিমোচনের লক্ষ্যে ঋণ সহায়তা প্রদানের জন্য প্রতিষ্ঠিত একটি বিশেষায়িত ব্যাংক। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও বেকার সমস্যা দূর করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা এরূপ ব্যাংকের উদ্দেশ্যে।

উদ্দীপকের মেহেদী ডিগ্রি পাস করেছে। কিন্তু সে চাকরির জন্য বসে না থেকে নিজেই কিছু করবে ভেবে মনস্থির করল। সে এই উদ্দেশ্যে একটি ব্যাংক থেকে ঋণ নিল। ব্যাংকটি বেকার সমস্যা দূরীকরণের জন্য যুবক ও যুবমহিলাদের সহজ শর্তে ঋণ দেয়। সাধারণত কর্মসংস্থান ব্যাংকই দেশের বেকার সমস্যা কমানোর উদ্দেশ্যে বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের ঋণ দিয়ে থাকে। বৈশিষ্ট্যগত দিক বিবেচনায় তাই বলা যায় যে, মেহেদী যে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছে কার্যাবলির ভিত্তিতে তা কর্মসংস্থান ব্যাংক।

ঘ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে আমেনাকে ঋণ সরবরাহকারী ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ব্যাংকটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে বলে আমি মনে করি।

দেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পকে আর্থিক সাহায্য ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদানের জন্য গঠিত বিশেষায়িত ব্যাংককে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ব্যাংক বলে।

উদ্দীপকের মেহেদী ও আমেনা ভাই-বোন। তারা দু'জনই ডিগ্রি পাস করেছে। মেহেদী নিজেই কিছু করবে ভেবে কর্মসংস্থান ব্যাংক থেকে ঋণ নিল। অন্যদিকে আমেনা ছোট ও ঘরোয়া শিল্প গড়ে তোলার লক্ষ্যে আরেকটি ব্যাংক থেকে ঋণ নিল।

উদ্দীপকের আমেনা যে ব্যাংক থেকে ঋণ নিল তা ছোট ও ঘরোয়া শিল্প গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। অর্থাৎ কার্যাবলির ভিত্তিতে ব্যাংকটি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ব্যাংক। এই ব্যাংক দেশের বিভিন্ন

অঞ্চলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ঋণ সহায়তা করে। এই ঋণ সহায়তার ফলে দেশে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের সমৃদ্ধির পাশাপাশি জনগণের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়। শিল্পের প্রসার দেশের অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখে। ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। অর্থাৎ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ব্যাংক দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

প্রশ্ন ▶ ২০ মেঘনা ব্যাংক দেশে-বিদেশে শাখা স্থাপনের মাধ্যমে জনগণের কাছ থেকে আমানত সংগ্রহ, ঋণ প্রদানসহ অন্য ব্যাংকিং কার্যাবলি সম্পাদন করে আসছে। অন্যদিকে খুলনা ব্যাংক শুধু খুলনা সদর উপজেলায় তাদের একমাত্র অফিসের মাধ্যমে আমানত সংগ্রহ, ঋণ প্রদানসহ অন্য ব্যাংকিং কার্যাবলি সম্পাদন করে।

[আবদুল কাদির মোল-া সিটি কলেজ, নরসিংদী]

ক. ব্যাসেল-২ কী? ১

খ. ব্যাংক অর্থ ও ঋণের ব্যবসায়ী কেন? বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. কার্যাবলির ভিত্তিতে মেঘনা ব্যাংক কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের ব্যাংক দুটির মধ্যে কোন ব্যাংক দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অধিক ভূমিকা রাখবে? যুক্তিসহকারে উত্তর দাও। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঝুঁকি ভিত্তিক মূলধন কাঠামো নির্ধারণের একটি আন্তর্জাতিক মানদন্ড হলো ব্যাসেল-২।

খ কম সুদে গৃহীত আমানত উচ্চ সুদে ঋণ দিয়ে মুনাফা অর্জনের ব্যবসায় জড়িত বলে ব্যাংককে অর্থ ও ঋণের ব্যবসায়ী বলা হয়।

ব্যাংক জনগণের উদ্বৃত্ত অর্থ চলতি, সঞ্চয়ী ও স্থায়ী হিসাবের মাধ্যমে কম সুদে আমানত হিসেবে গ্রহণ করে। গৃহীত আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ তারল্য হিসেবে সংরক্ষণ করে বাকি অংশ উচ্চ সুদে ঋণ হিসেবে প্রদান করে। আমানতি ও ঋণের সুদের পার্থক্য হলো ব্যাংকের মুনাফা। তাই ব্যাংককে অর্থ ও ঋণের ব্যবসায়ী বলা হয়।

গ কার্যাবলির ভিত্তিতে মেঘনা ব্যাংক একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক।

মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত আর্থিক প্রতিষ্ঠান হলো বাণিজ্যিক ব্যাংক। এটি বিভিন্ন ধরনের সেবামূলক কার্যাবলি যেমন: আমানত গ্রহণ, ঋণদান, বিল বাট্টাকরণের মাধ্যমে ব্যবসায় কার্য পরিচালনা করে থাকে।

উদ্দীপকে 'মেঘনা ব্যাংক' দেশে ও বিদেশে শাখা স্থাপনের মাধ্যমে জনগণের কাছ থেকে আমানত গ্রহণ, ঋণ প্রদানসহ অন্য ব্যাংকিং কার্যাবলি সম্পাদন করে আসছে। এ থেকে বলা যায়, 'মেঘনা ব্যাংক' একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক। কারণ মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে বাণিজ্যিক ব্যাংকই আমানত গ্রহণ ও ঋণদানে জড়িত, যা উদ্দীপকের মেঘনা ব্যাংকের ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে 'মেঘনা ব্যাংক' কাঠামো ভিত্তিতে শাখা ব্যাংক, যা একক ব্যাংক 'খুলনা ব্যাংকের' চেয়ে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অধিক ভূমিকা রাখবে।

শাখা ব্যাংক একাধিক শাখার মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যাবলি পরিচালনা করে থাকে। আর একটি অফিসের মাধ্যমে পরিচালিত ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান হলো একক ব্যাংকিং।

উদ্দীপকে 'মেঘনা ব্যাংক' দেশে বিদেশে শাখা স্থাপনের মাধ্যমে জনগণের কাছ থেকে আমানত গ্রহণ, ঋণদান কাজে জড়িত। একাধিক শাখার উপস্থিতির ভিত্তিতে বলা যায়, এটি শাখা ব্যাংক। অপরদিকে, 'খুলনা ব্যাংক' শুধু খুলনা সদরে একটি অফিসের মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে। তাই এটি একটি একক ব্যাংক।

কেন্দ্রীয় অফিসের তত্ত্বাবধানে একই নামে দেশে-বিদেশে একাধিক শাখা থাকায়, শাখা ব্যাংকিং পরিচালনায় অধিক লোকবল দরকার। এর মাধ্যমে শাখা ব্যাংক একক ব্যাংকের চেয়ে অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে। শাখা ব্যাংকিং-এ একটি শাখা অপর শাখার সহযোগী। কোনো একটি শাখা আর্থিক সংকটে পড়লে অন্য শাখা থেকে সহায়তা পায়। এ জন্য শাখা ব্যাংক কম তারল্য রেখে অধিক ঋণদানে উৎসাহী। যা একক ব্যাংকের ক্ষমতার বাইরে। এ সকল সুবিধার কারণে শাখা ব্যাংক একক ব্যাংকের চেয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নে এগিয়ে।

প্রশ্ন ▶ ২১ জাহাঙ্গীর একজন মধ্যম আয়ের চাকরিজীবী। তার শেয়ার ব্যবসার প্রতি অনেক আগ্রহ। তারই ফলে তিনি একটি কোম্পানির ইউনিট সার্টিফিকেট ক্রয় করেন যারা ঐ সংগৃহীত অর্থ দেশের মাধ্যমিক বাজারসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করে। অন্যদিকে, জামান তার মুদি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে প্রকট অর্থ সংকটে পতিত হয়ে তার থানায় একটি ব্যাংকের শরণাপন্ন হন। ব্যাংকটি তাকে কোনো ধরনের ঋণ প্রদানে অসমম্মিত জানায় এবং সাথে সাথে এটাও জানায় যে, এই ব্যাংকটি কৃষকদের সহযোগিতার জন্য কাজ করে। *[wKGkviMé miKvwi gwnjv KGjR]*

ক. একক ব্যাংক কাকে বলে? ১

খ. ব্যাংককে ব্যবসায়ের জীবনীশক্তি বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উলি-খিত প্রথম ব্যাংকটি কার্যের ভিত্তিতে কোন ধরনের আওতায় পড়ে– বর্ণনা করো। ৩

ঘ. জাহাঙ্গীর ও জামানের ব্যাংক দুটির মধ্যে যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য আছে তা বিশে-ষণ করো। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে ব্যবস্থায় একটি অফিসের মাধ্যমে সকল ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়, তাকে একক ব্যাংক বলে।

খ ব্যবসায়ের প্রয়োজনীয় মূলধন সরবরাহ করে বলে ব্যাংককে ব্যবসায়ের জীবনীশক্তি বলা হয়।

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতে অর্থ প্রয়োজন। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলো আর্থিক সংকটে ব্যাংক থেকে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদে ঋণ নিতে পারে। তাছাড়া ব্যবসায়ের জন্য পণ্য আমদানি রপ্তানি করতেও ব্যাংকের সাহায্য প্রয়োজন হয়।

গ উদ্দীপকে উলি-খিত প্রথম ব্যাংকটি কার্যের ভিত্তিতে বিশেষায়িত ব্যাংকের আওতায় একটি বিনিয়োগ ব্যাংক।

দীর্ঘমেয়াদি ঋণদান, নতুন কোম্পানিকে শেয়ার ইস্যুতে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ ব্যাংক কাজ করে। এ ব্যাংক অবলেখক হিসেবেও কাজ করে।

উদ্দীপকে জাহাঙ্গীর একজন মধ্যম আয়ের চাকরিজীবী। তার শেয়ার ব্যবসায়ের প্রতি অনেক আগ্রহ। তার ফলে তিনি একটি কোম্পানির সার্টিফিকেট ক্রয় করেন। তারা সংগৃহীত অর্থ দেশের মাধ্যমিক বাজারের অন্যান্য ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করে। বিনিয়োগ ব্যাংক নতুন ব্যবসায়ে দীর্ঘমেয়াদি ঋণদান করে থাকে। এ ঋণ সাধারণত শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে বিনিয়োগ করা হয়। এছাড়া সাধারণ বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে এরা অর্থ সংগ্রহ করে। এ অর্থ বিনিয়োগকারীদের পক্ষে বিভিন্ন লাভজনক ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করে। উদ্দীপকে জাহাঙ্গীর একইভাবে কোম্পানির ইউনিট সার্টিফিকেট ক্রয় করেছেন। এ থেকে বলা যায়, জাহাঙ্গীরের লেনদেনকৃত ব্যাংকটি একটি বিনিয়োগ ব্যাংক।

ঘ জাহাঙ্গীরের ব্যাংকটি বিনিয়োগ ব্যাংক আর জামানের ব্যাংকটি কৃষি ব্যাংক। ব্যাংক দুটির কিছু সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

অর্থনীতির বিশেষ কোনো খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে বিশেষায়িত ব্যাংক। বিনিয়োগ ব্যাংক ও কৃষি ব্যাংক উভয়ই বিশেষায়িত ব্যাংকের উদাহরণ।

উদ্দীপকে জাহাঙ্গীর মধ্যম আয়ের চাকরিজীবী। তিনি একটি কোম্পানির ইউনিট সার্টিফিকেট ক্রয় করেন। কোম্পনি তার মতো বিনিয়োগকারীর কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ারে বিনিয়োগ করে। এ সকল বৈশিষ্ট্য প্রমাণ করে জাহাঙ্গীর বিনিয়োগ ব্যাংক থেকে ইউনিট সার্টিফিকেট ক্রয় করেন। অন্যদিকে জামান তার মুদি ব্যবসায়ের জন্য ঋণ সহায়তা চাইলে তার ব্যাংকটি অসম্মতি জানায়।

সাথে আরও জানায় ব্যাংকটি কৃষকদের সহযোগিতার কাজ করে। অর্থাৎ ব্যাংকটি কৃষি ব্যাংক।
বিনিয়োগ ব্যাংক ও কৃষি ব্যাংক উভয়ই বিশেষ ক্ষেত্র নিয়ে কাজ করে। এ দিকে থেকে তারা উভয়ই বিশেষায়িত ব্যাংক। তারা অর্থনীতির উন্নয়নে ঋণ সহায়তা প্রদান করে। বিনিয়োগ ব্যাংক শেয়ারে বিনিয়োগ কর, অবলেখক হিসেবে কাজ করে। ইউনিট সার্টিফিকেট বিক্রয় করে মূলধন সংগ্রহ করে। অন্যদিকে কৃষি ব্যাংক কৃষি খাতে ঋণদান করে। ঋণদানের পাশাপাশি কিছু সাধারণ ব্যাংকিং কার্যাবলি সম্পাদন করে।

প্রশ্ন ▶২২ একটি দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো শক্তিশালী করার জন্য ব্যাংকের ভূমিকা বর্ণনাতীত। রোম সভ্যতা যেমন একদিনেই গড়ে উঠেনি ঠিক তেমনি আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থাও একদিনে গড়ে উঠেনি। অনেক বিবর্তন এবং ক্রমোন্নতির ধারাবাহিকতার ফসল এই বর্তমান আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থা। এই উন্নয়নের পেছনে অনেক শ্রেণি পেশার মানুষের অবদান রয়েছে। আধুনিক ব্যাংকের পূর্বসূরি হিসেবে তাদের অবদান রয়েছে এবং তাদের সেই অর্থনৈতিক কার্যাবলির সাথে আজকের আধুনিক ব্যাংক কার্যক্রমের অনেক মিল পরিলক্ষিত হচ্ছে।
[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ, সৈয়দপুর]

ক. হোল্ডিং কোম্পানি ব্যাংক কী? ১
খ. "তালিকাভুক্ত ব্যাংক কম ঝুঁকিপূর্ণ"– ব্যাখ্যা করো। ২
গ. "পূর্বেকার ব্যাংক ব্যবস্থার উত্তরসূরীদের অনেক কাজ এখন বর্তমান ব্যাংক ব্যবস্থায় পরিলক্ষিত হয়"– ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোচনা অনুযায়ী আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থায় উন্নয়নের পেছনে উত্তরসূরীদের অবদান সম্পর্কে তোমার মতামত দাও। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে ব্যাংক অন্য কোনো ব্যাংকের ৫০% এর বেশি শেয়ারের মালিকানা লাভ করে এবং ঐ ব্যাংককে নিয়ন্ত্রণ করে, তাকে হোল্ডিং কোম্পানি ব্যাংক বলে।

খ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বিধিবিধান মেনে চলার অঙ্গীকার করে যে ব্যাংক এর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়, তাকে তালিকাভুক্ত ব্যাংক বলে।
তালিকাভুক্ত ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনা মেনে চলে। গ্রাহক সেবার লক্ষ্যে যথাযথ তারল্য সংরক্ষণ করে। এ প্রতিষ্ঠান উৎপাদনশীল ও লাভজনক খাতে ঋণদান করে। এছাড়া আর্থিক সংকটে তালিকাভুক্ত ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় ঋণ সুবিধা পেয়ে থাকে। এ সকল কারণে তালিকাভুক্ত ব্যাংক অতালিকাভুক্ত ব্যাংকের চেয়ে কম ঝুঁকিপূর্ণ।

গ 'পূর্বেকার ব্যাংক ব্যবস্থার উত্তরসূরীদের অনেক কাজ এখন বর্তমান ব্যাংক ব্যবস্থায় পরিলক্ষিত হয়' –উক্তিটি যথার্থ।
আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থা একদিনে সৃষ্টি হয়নি। এর পেছনে বিভিন্ন সভ্যতার বিভিন্ন গোষ্ঠীর অবদান রয়েছে। পূর্বেকার যুগে প্রচলিত অনেক কার্যাবলি এখন ব্যাংকিং ব্যবস্থায় প্রচলতি রয়েছে। তবে তা ভিন্ন রূপে।
ব্যাংক ব্যবস্থার উত্তরসূরী তিন শ্রেণিতে বিভক্ত। প্রথম শ্রেণি হলো মহাজন। এরা মানুষের মূল্যবান কাগজপত্র, সম্পদ, স্বর্ণ-অলংকার নিরাপদে জমা রাখতো। বর্তমান ব্যাংক ব্যবস্থা এদের মতো জনগণের আমানত জমা রাখে, লকার সুবিধায় মূল্যবান জিনিসপত্র সংরক্ষণ করে। দ্বিতীয় শ্রেণি হলো মহাজন শ্রেণি। এরা বন্ধকী ঋণের প্রচলন ঘটায়, যা বর্তমান ব্যাংকিং ব্যবস্থায় বিদ্যমান। তৃতীয় শ্রেণি হলো ব্যবসায়ী শ্রেণী। এদের প্রচলিত ডিপোজিট স্লিপ, উত্তোলন চিঠা আজও ব্যবহৃত হচ্ছে। এ থেকে বলা যায়, পূর্বেকার ব্যাংক ব্যবস্থার উত্তরসূরীদের অনেক কাজ এখন বর্তমান ব্যাংক ব্যবস্থায় পরিলক্ষিত হয়।

ঘ ব্যাংক ব্যবস্থার উন্নয়নের পেছনে তিন শ্রেণির উত্তরসূরীর অবদান অনস্বীকার্য। এরা হলো স্বর্ণকার, মহাজন ও ব্যবসায়ী শ্রেণি।
আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থার বিবর্তিত রূপ একদিনে সৃষ্টি হয়নি। এর পেছনে যেসকল শ্রেণি ও পেশার মানুষ জড়িত ছিল, তাদের ব্যাংক ব্যবস্থার উত্তরসূরী নামে চিহ্নিত করা হয়।
উদ্দীপকে ব্যাংক ব্যবস্থার বিবর্তন সম্পর্কে বলা হয়েছে। দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো শক্তিশালী করার জন্য ব্যাংকের ভূমিকা বর্ণনাতীত। আধুনিক ব্যাংক অনেক বিবর্তন ও ক্রমোন্নতির ধারাবাহিক ফসল। এর পেছনে স্বর্ণকার শ্রেণির বিশেষ অবদান রয়েছে। প্রাচীনকালে এরা সচ্ছল, সৎ ও বিশ্বাসী হিসেবে পরিচিত ছিল। লোকজন তাদের নিকট মূল্যবান দ্রব্যাদি যেমন, স্বর্ণ, রৌপ্য, মনিমুক্তা, অলঙ্কারাদি নিরাপদে জমা রাখত। এরা এসব দ্রব্যাদি জমাকারীকে একটি হাতে লেখা রসিদ সরবরাহ করত। আবার উত্তোলনের সময় জমাকারীদের থেকে উত্তোলন স্লিপ সংগ্রহ করে জমাকৃত দ্রব্যাদি ফেরত দিতে। এদের প্রচলিত হাতে লেখা স্লিপ বা রসিদই বর্তমানকালে ব্যবহৃত চেকের পূর্বরূপ।
ঋণ ব্যবসায়ের জন্য মহাজন শ্রেণি অতি প্রাচীনকাল থেকেই সুপরিচিত ছিল। এরা বড় ধরনের ব্যবসায়ীদের সুদের পরিবর্তে ঋণ প্রদান করত। ঋণ ফেরত প্রাপ্তির নিশ্চয়তা হিসেবে সম্পত্তি বন্ধকী রাখার ব্যবস্থা এরাই প্রচলন করেন। ব্যবসায়ী শ্রেণি কর্তৃক প্রত্যয়পত্র, ডিপোজিট, স্লিপ ও উত্তোলন চিঠার ব্যবহার ঐ যুগের ব্যাংক ব্যবসায়ের অস্তিত্ব প্রমাণ করে।

প্রশ্ন ▶২৩ আবাসন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ ও ঋণদানের লক্ষ্যে 'মেঘনা ব্যাংক লি.' প্রতিষ্ঠিত। কেবল আবাসন ক্ষেত্রে জড়িত থেকে ব্যাংকটির প্রত্যাশিত অগ্রগতি হয়নি। ব্যবসায় সম্প্রসারণের মাধ্যমে লাভজনকভাবে ব্যাংকিং কার্যাবলি পরিচালনা করার লক্ষ্যে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ জনসাধারণে নিকট হতে সঞ্চয় সংগ্রহের সিদ্ধান্তগ্রহণ করেন। *[কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ]*

ক. ব্যাংক কী? ১
খ. বিনিয়োগ ব্যাংক বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকের ব্যাংকটি প্রথম দিকে কোন ধরনের ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. সঞ্চয় সংগ্রহের ফলে 'মেঘনা ব্যাংক লি.' যে ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রবেশ করেছে তার যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে আমানত হিসেবে গৃহীত অর্থ থেকে ঋণ সৃষ্টির কাজে নিয়োজিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে ব্যাংক বলে।

খ শিল্প ও ব্যবসায় সম্প্রসারণে দীর্ঘ ও মধ্যমেয়াদি ঋণ সহায়তা প্রদানকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান হলো বিনিয়োগ ব্যাংক।
বিনিয়োগ ব্যাংক ঋণ প্রদান ছাড়াও বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ার, বন্ড, ডিবেঞ্চার ক্রয়-বিক্রয়ে অবলেখক হিসেবে কাজ করে। এ প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন কোম্পানিকে একীভূত (Merge) করতে পরামর্শ দিয়ে থাকে।

গ উদ্দীপকের 'মেঘনা ব্যাংকটি' প্রথম দিকে গৃহসংস্থান ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে।
গ্রাহকদের আবাসন সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় ঋণ সুবিধা, কিস্তিতে প্লট বিক্রয় সেবা প্রদানকারী ব্যাংক হলো গৃহসংস্থান ব্যাংক।
উদ্দীপকে আবাসান ক্ষেত্রে বিনিয়োগ ও ঋণদানের লক্ষ্যে 'মেঘনা ব্যাংক লি.' প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যাংকটি গ্রাহকদের ব্যাংকিং সেবা প্রদান না করে একটি বিশেষ ক্ষেত্র হিসেবে আবাসন খাতের উন্নয়নে নিয়োজিত। তাই এটি একটি বিশেষায়িত ব্যাংক। বিশেষায়িত ব্যাংকের মাঝে এটি একটি গৃহসংস্থান ব্যাংক। তাই বলা যায়, 'মেঘনা ব্যাংক লি.' প্রথমে বিশেষায়িত ব্যাংক হিসেবে গৃহসংস্থান ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে।

ঘ সঞ্চয় সংগ্রহের ফলে 'মেঘনা ব্যাংক লি.' বাণিজ্যিক ব্যাংকিং ব্যবস্থায় প্রবেশ করেছে।
মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে আমানত গ্রহণ ও তা থেকে ঋণ সৃষ্টির কাজে জড়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান হলো বাণিজ্যিক ব্যাংক।

উদ্দীপকে আবাসন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ ও ঋণদানের লক্ষ্যে 'মেঘনা ব্যাংক লি.' প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ এটি বিশেষায়িত ব্যাংক হিসেবে যাত্রা শুরু করে। কেবল আবাসন ক্ষেত্রে জড়িত থেকে ব্যাংকটির প্রত্যাশিত অগ্রগতি হয়নি। ব্যবসায়ের সম্প্রসারণের মাধ্যমে লাভজনকভাবে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করার লক্ষ্যে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ জনগণের নিকট থেকে সঞ্চয় সংগ্রহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ফলে এটি বাণিজ্যিক ব্যাংকে রূপান্তরিত হবে।

বাণিজ্যিক ব্যাংক চলতি, সঞ্চয়ী ও মেয়াদি হিসাবের মাধ্যমে জনগণের কাছ থেকে আমানত গ্রহণ করে মূলধন গঠন করে। বিভিন্ন পক্ষকে উচ্চ সুদে ঋণদানে এ মূলধন ব্যবহার করা হয়। উদ্দীপকের 'মেঘনা ব্যাংক লি.' আবাসন খাতে সাফল্য অর্জন করতে না পেরে, জনগণের কাছ থেকে আমানত গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, যা বাণিজ্যিক ব্যাংকের বৈশিষ্ট্য। তাই বলা যায়, 'মেঘনা ব্যাংক লি.' সঞ্চয় গ্রহণের ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংকে রূপান্তরিত হবে।

প্রশ্ন ▶ ২৪ জনাব রাসেল গ্রাম উন্নয়ন ব্যাংকে চাকরি করেন। তাঁর ব্যাংকটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশিত সকল নিয়ম মানে না। তাই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছ থেকে তেমন সহযোগিতাও পায় না। তাঁর বন্ধু জনাব জামান ইউনিক ব্যাংকের ব্যাংকার। ইউনিক ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে প্রয়োজনীয় আর্থিক, নীতিগত ও প্রশাসনিক সুবিধা পায়।

[জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]

ক. স্বায়ত্তশাসিত ব্যাংক কী? ১

খ. ব্যাসেল-২ এর স্তম্ভগুলো ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে গ্রাম উন্নয়ন ব্যাংকটি কোন ধরনের ব্যাংক? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের ব্যাংক দুটোর মধ্যে কোন ব্যাংকটি দেশের অর্থনৈতিক অধিকতর ভূমিকা পালন করছে বলে তুমি মনে করো? উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সরকারের বিশেষ আইনবলে ও সংবিধানের বিশেষ অধ্যাদেশের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত ব্যাংক হলো স্বায়ত্তশাসিত ব্যাংক।

সহায়ক তথ্য

বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক-এর উদাহরণ।

খ ব্যাংকের ঝুঁকি ভিত্তিক মূলধন ব্যবস্থাপনার একটি আন্তর্জাতিক মানদন্ড হলো ব্যাসেল-২।

ব্যাসেল-২ এর স্তম্ভ হলো তিনটি যথা: ন্যূনতম মূলধনের প্রয়োজনীয়তা, তত্ত্বাবধায়ক পর্যালোচনা ও বাজার শৃঙ্খলা। বাংলাদেশে তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলোকে বাধ্যতামূলকভাবে ১ জানুয়ারি, ২০১০ হতে ব্যাসেল-২ অনুসরণ করতে হচ্ছে।

গ উদ্দীপকে গ্রাম উন্নয়ন ব্যাংকটি অতালিকাভুক্ত ব্যাংক।

প্রচলিত ব্যাংকিং আইন অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত হলেও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশিত বিধিমালা পালনে বাধ্য নয় এমন ব্যাংককে অতালিকাভুক্ত ব্যাংক বলে।

উদ্দীপকে জনাব রাসেল গ্রাম উন্নয়ন ব্যাংকে চাকরি করেন। তার ব্যাংকটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশিত সকল নিয়ম মানে না। তাই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছ থেকে তেমন সহযোগিতাও পায় না। উলি-খিত বৈশিষ্ট্য থেকে বলা যায়, গ্রাম উন্নয়ন ব্যাংকটি অতালিকাভুক্ত ব্যাংক। অতালিকাভুক্ত ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত নয়। এ জন্য এ ব্যাংককে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বিধি নিষেধ যেমন মানতে হয় না তেমনি আর্থিক সংকটে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাহায্য সহযোগিতাও পায় না। যা গ্রাম উন্নয়ন ব্যাংকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তাই বলা যায় গ্রাম উন্নয়ন ব্যাংক একটি অতালিকাভুক্ত ব্যাংক।

ঘ উদ্দীপকে 'গ্রাম উন্নয়ন' ব্যাংক একটি অতালিকাভুক্ত ব্যাংক আর 'ইউনিক ব্যাংক' একটি তালিকাভুক্ত ব্যাংক। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অতালিকাভুক্ত ব্যাংকের চেয়ে তালিকাভুক্ত ব্যাংক বেশি অবদান রাখে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশিত বিধিমালা পালনে অঙ্গীকারবদ্ধ ব্যাংক হলো তালিকাভুক্ত ব্যাংক। অতালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলোর ক্ষেত্রে বিধিমালা পালনের বাধ্যবাধকতা নেই।

উদ্দীপকে জনাব রাসেল গ্রাম উন্নয়ন ব্যাংকে চাকরি করেন। তার ব্যাংকটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশিত সকল নিয়ম মানে না। তাই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছ থেকে তেমন সহযোগিতাও পায় না। যা প্রমাণ করে গ্রাম উন্নয়ন ব্যাংক অতালিকাভুক্ত ব্যাংক। অপরদিকে, তার বন্ধু জনাব জামান ইউনিক ব্যাংকে কর্মরত। যা বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক 'বাংলাদেশ ব্যাংক' থেকে প্রয়োজনীয় আর্থিক, নীতিগত ও প্রশাসনিক সুবিধা পায়। তাই ইউনিক ব্যাংক একটি তালিকাভুক্ত ব্যাংক।

তালিকাভুক্ত ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনা পালন করে বলে, বিভিন্ন অলাভজনক খাতের উন্নয়নে ঋণ প্রদানে বাধ্য। ব্যবসায় সম্প্রসারণের লক্ষ্যে শহরের পাশাপাশি গ্রামে ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে। আবার ঋণের পরিমাণ বেড়ে গেলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষা করে। এ সকল নির্দেশনা অতালিকাভুক্ত ব্যাংক পালনে বাধ্য নয় বলে, তালিকাভুক্ত ব্যাংকের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতির অধিক উন্নতি হয়।

প্রশ্ন ▶ ২৫ আফিক সদ্য এমবিএ পাস করেছে। এখন সে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে শিল্পোদ্যোক্তা হতে চায়। এজন্য সে তার মূলধনের যোগান নিয়ে চিন্তিত। সে তার বন্ধুর কাছ থেকে একটি ব্যাংক সম্পর্কে জানাতে পারে যে, ব্যাংকটি শিল্পের উন্নয়নের জন্য নতুন নতুন উদ্যোক্তার কাছে মূলধন সরবরাহ করে থাকে। পরবর্তীতে আফিক ব্যাংকটি থেকে ঋণ গ্রহণ করে ব্যবসায় শুরু করে। *[ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর]*

ক. গারনিশি অর্ডার কী? ১

খ. ব্যাংককে অর্থ ও ঋণের ব্যবসায়ী বলা হয় কেন? ২

গ. আফিক যে ধরনের ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর ব্যাংক হতে ঋণ নেয়া আফিকের জন্য যুক্তিসঙ্গত হয়েছে? বিশে-ষণ করো। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আদালত কর্তৃক ব্যাংকের ওপর গ্রাহকের হিসাব বন্ধের নির্দেশকে গারনিশি অর্ডার বলে।

খ ব্যাংক স্বল্প সুদে গ্রাহকের কাছ থেকে আমানত সংগ্রহ করে এবং উক্ত অর্থ অধিক সুদে ঋণ হিসেবে দেয়।

ব্যাংক গ্রাহকের অর্থ আমানত হিসেবে নেয়। উক্ত আমানতের কিছু অর্থ জমা রেখে বাকিটা অধিক সুদে ঋণ দেয়। এভাবে ব্যাংক নিজেকে ঋণের ব্যবসায়ী হিসেবে তুলে ধরে। তাই ব্যাংককে অর্থ ও ঋণের ব্যবসায়ী বলা হয়।

গ আফিক বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছে।

বাণিজ্যিক ব্যাংক জনগণের কাছ থেকে স্বল্প সুদে আমানত সংগ্রহ করে। উক্ত আমানত থেকে অধিক সুদে গ্রাহককে ঋণ দেয়।

আফিক সদ্য এমবিএ পাস করেছে। সে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে শিল্পোদ্যোক্তা হতে চায়। তাই সে মূলধনের যোগান নিয়ে চিন্তিত ছিল। সে তার বন্ধুর কাছ থেকে একটি ব্যাংক সম্পর্কে জানতে পারে। উক্ত ব্যাংকটি শিল্পের উন্নয়নের জন্য নতুন নতুন উদ্যোক্তাদের মূলধন সরবরাহ করে। পরবর্তীতে আফিক ব্যাংকটি থেকে ঋণ নিয়ে ব্যবসায় শুরু করে। ব্যাংকটি প্রদত্ত ঋণের ওপর সুদ ধার্য করবে। সাধারণত বাণিজ্যিক ব্যাংক এসব কাজ করে থাকে। তাই বলা যায়, আফিক বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছে।

ঘ আমি মনে করি, বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়া আফিকের জন্য যুক্তিসঙ্গত হয়েছে।

বাণিজ্যিক ব্যাংক জনগণের কাছ থেকে স্বল্প সুদে আমানত সংগ্রহ করে। উক্ত আমানতের কিছু অর্থ জমা রেখে বাকিটা অধিক সুদে ঋণ দেয়।

আফিক সদ্য এমবিএ পাস করেছে। সে আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে শিল্পোদ্যোক্তা হতে চায়। কিন্তু তার মূলধনের ঘাটতি ছিল। তাই সে

কোনো উদ্যোগ নিতে পারছিল না। সে তার এক বন্ধুর কাছ থেকে একটি ব্যাংকের খবর পায়। উক্ত ব্যাংকটি শিল্পের উন্নয়নের জন্য নতুন নতুন উদ্যোক্তাদের মূলধন সরবরাহ করে। পরবর্তীতে আফিক উক্ত ব্যাংকটি থেকে ঋণ নিয়ে ব্যবসায় শুরু করে।

আফিক আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে অর্থ ঋণ নিতে পারতো। অথবা সে তার কোনো সম্পত্তি বিক্রি করে মূলধন সংগ্রহ করতে পারতো। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই ঝুঁকি বেশি হতো। কারণ, আত্মীয়-স্বজন যেকোনো সময় টাকা ফেরত চাইতে পারে। আবার সম্পত্তি বিক্রি করলে মূল্যবান সম্পদ হাতছাড়া হতে পারে। অন্যদিকে ব্যাংক থেকে সে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণ নিতে পেরেছে। এই সময়ের মধ্যে তার ওপর ঋণ পরিশোধের কোনো চার্জ থাকবে না। সুতরাং আমার মতে বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে ঋণ নেয়া আফিকের জন্য যুক্তিসঙ্গত হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ২৬ X ব্যাংক এবং Y ব্যাংক লি. বাংলাদেশের অন্যতম দুটি ব্যাংক। X ব্যাংক লি. দেশে বিদেশে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে। অন্যদিকে Y ব্যাংক একটি অফিসের মাধ্যমে সকল কার্যক্রম দেশেই পরিচালনা করে। উভয় ব্যাংকই স্ব স্ব উদ্দেশ্য অর্জনে সফলতা লাভ করছে। *[ভোলা সরকারি কলেজ; ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]*

ক. বিশেষায়িত ব্যাংক কী? ১

খ. ব্যাসেল-২ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে Y ব্যাংক সংগঠন কাঠামোর ভিত্তিতে কোন ধরনের ব্যাংক? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের ব্যাংক দুটির মধ্যে কোন ব্যাংকটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অধিকতর ভূমিকা পালন করছে বলে তুমি মনে করো। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে সকল ব্যাংক গ্রাহকদের প্রয়োজন ও অর্থনীতির বিশেষ কোনো দিক নিয়ে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে তাকে বিশেষায়িত ব্যাংক বলে।

সহায়ক তথ্য

উদাহরণ: বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।

খ তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহের ঝুঁকি ভিত্তিক মূলধন পর্যাপ্ততা নিশ্চিত করার জন্য 'Bank for International Settlement (BIS)' প্রবর্তিত একটি বিধি-বিধান হলো ব্যাসেল-২।

ব্যাংক আমানতকারীর জমাকৃত অর্থের মাধ্যমে ঋণের ব্যবসায় পরিচালনা করে। গ্রাহক চাহিবামাত্র এ অর্থ ব্যাংক পরিশোধে বাধ্য। এ জন্য ব্যাংক ঋণদানে যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করে, যাতে আমানতকারীর স্বার্থ বজায় থাকে। ব্যাসেল-২ ব্যাংকের এরূপ ঝুঁকি নিরসনে একটি বিধিমালা। এর ফলে ব্যাংক তার ঝুঁকি বিবেচনায় কাঙ্ক্ষিত পরিমাণ মূলধন সংরক্ষণ করতে পারে।

গ উদ্দীপকে Y ব্যাংক সংগঠন কাঠামোর ভিত্তিতে একটি একক ব্যাংক।

যে ব্যাংক একটি অফিসের মাধ্যমে তার সকল ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে তাকে একক ব্যাংক বলে।

উদ্দীপকে X ব্যাংক এবং Y ব্যাংক লি. বাংলাদেশের অন্যতম দুটি ব্যাংক। X ব্যাংক লি. দেশে বিদেশে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে। অন্যদিকে Y ব্যাংক একটি অফিসের মাধ্যমে সকল কার্যক্রম দেশেই পরিচালনা করে। এখানে, Y ব্যাংকের কোনো শাখা নেই। এটি একটি অফিসের মাধ্যমেই তার সকল কার্যক্রম পরিচালনা করে। তাই বলা যায় Y ব্যাংকটি একটি একক ব্যাংক। কারণ শুধু একক ব্যাংকিং ব্যবস্থায়ই সকল ব্যাংকিং কার্যক্রম একটি অফিসের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়।

ঘ উদ্দীপকে X একটি শাখা ব্যাংক, Y একটি একক ব্যাংক। শাখা ব্যাংক হিসেবে X ব্যাংকটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে একক ব্যাংক Y এর চেয়ে অধিকতর ভূমিকা পালন করছে।

প্রধান অফিসের তত্ত্বাবধানে একই নামে দেশে ও বিদেশে একাধিক শাখার মাধ্যমে পরিচালিত ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে শাখা ব্যাংক বলে।

উদ্দীপকে X ব্যাংক এবং Y ব্যাংক লি. বাংলাদেশের অন্যতম দুটি ব্যাংক। X ব্যাংক লি. দেশে বিদেশে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালন করে। তাই এটি একটি শাখা ব্যাংক। অন্যদিকে Y ব্যাংকটি একটি অফিসের মাধ্যমে সকল কার্যক্রম দেশেই পরিচালনা করে। তাই এটি একটি একক ব্যাংক।

শাখা ব্যাংকের একাধিক শাখা থাকায় গ্রাহক এ ব্যাংক থেকে অধিক সুবিধা পেয়ে থাকে। এক স্থান থেকে অন্য স্থানে অর্থ স্থানান্তরে শাখা ব্যাংক সহায়তা করে। একক ব্যাংকের পক্ষে এটা সম্ভব নয়। বৈদেশিক বাণিজ্যে ও রেমিট্যান্স সংগ্রহে শাখা ব্যাংক একক ব্যাংকের চেয়ে অধিক কার্যকর। শাখার ব্যাংকের একাধিক শাখা পরিচালনায় বহু জনবল দরকার। এর ফলে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এ ধরনের ভূমিকা রাখে। এতে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হয়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের একক ব্যাংক Y এর চেয়ে শাখা ব্যাংক X দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অধিক অবদান রাখছে।

প্রশ্ন ▶ ২৭ মতিঝিল ব্যাংক পাড়ায় 'ক' নামক ব্যাংকটি প্রধান কার্যালয়ের অধীনে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাংকের অফিস স্থাপন করে। প্রতিষ্ঠানটি গ্রাহকদের প্রত্যয়পত্র ইস্যু, বিল বাট্টাকরণ, চেকের অর্থ উত্তোলন, অনলাইন বিভিন্ন ব্যাংকিং সুবিধা প্রদান করে তার সুনাম ধরে রেখেছে। সেই সাথে ব্যাংকটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য চিহ্নিত খাতগুলোতে অর্থ ঋণ হিসাবে প্রদান করে উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখছে। *[আইডিয়াল কলেজ, ধানমন্ডি, ঢাকা]*

ক. গারনিশি অর্ডার কী? ১

খ. 'ব্যাংক বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করে' –ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক' ব্যাংকটি কার্যভিত্তিক কোন ধরনের ব্যাংক? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখতে ব্যাংকটির অবদান যথার্থ –উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গ্রাহকের হিসাব বন্ধ বা স্থগিত করার জন্য আদালত কর্তৃক ব্যাংকের প্রতি যে আদেশ প্রদান করা হয়, তাকে গারনিশি অর্ডার বলে।

খ নোট, মুদ্রা, চেক, বিনিময় বিল, প্রত্যয়পত্রের মতো দলিল ইস্যু করে ব্যাংক বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক নোট ও মুদ্রা ইস্যু করে। এ নোট ও মুদ্রা বিনিময়ের সর্বজনস্বীকৃত মাধ্যম। বাণিজ্যিক ব্যাংক চেক, বিনিময় বিল, প্রত্যয়পত্র, পে-অর্ডার ও ব্যাংক-ড্রাফট প্রচলন করে। এগুলো নগদ অর্থের বিকল্প হিসেবে দেনা-পাওনা নিষ্পত্তিতে ব্যবহৃত হয়।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক' ব্যাংকটি কার্যভিত্তিতে বাণিজ্যিক ব্যাংক।

মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে বাণিজ্যিক ব্যাংক পরিচালিত হয়। এ ব্যাংক জনগণের সঞ্চিত অর্থ আমানত হিসেবে গ্রহণ করে এবং গৃহীত আমানত থেকে ঋণ সৃষ্টি করে।

উদ্দীপকে মতিঝিল পাড়ায় 'ক' নামক ব্যাংকটি প্রধান কার্যালয়ের অধীনে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাংকের অফিস স্থাপন করে। ব্যাংকটি প্রত্যয়পত্র ইস্যু করে, বিল বাট্টা করে, চেকের অর্থ উত্তোলনের সুযোগ দেয়। ব্যাংকটি বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রত্যয়পত্র সরবরাহ করে ও বিল বাট্টা করে ব্যবসায়ীদের অগ্রিম অর্থায়নের ব্যবস্থা করে। এছাড়া ডেবিট,

ক্রেডিট কার্ডসহ বিভিন্ন অনলাইন সেবা প্রদান করে থাকে। উদ্দীপকের 'ক' ব্যাংকটির কার্যক্রম বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যক্রমের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ থেকে বলা যায় 'ক' ব্যাংকটি একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক।

ঘ অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখতে বাণিজ্যিক ব্যাংকের অবদান যথার্থ।

মুনাফা অর্জন বাণিজ্যিক ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য হলেও এটি অর্থনৈতিক উন্নয়নে যথেষ্ট অবদান রাখে। সঞ্চিত অর্থ থেকে মূলধন গঠন ও বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করে এ ব্যাংক অর্থনীতিতে অবদান রাখে।

উদ্দীপকে 'ক' ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় মতিঝিলে অবস্থিত। বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাংকটির শাখা রয়েছে। এটি আমানতি অর্থ উত্তোলন, বিনিময় বিল বাট্টাকরণ, প্রত্যয়পত্রসহ বিভিন্ন অনলাইন ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে। এছাড়া দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য চিহ্নিত খাতগুলোতে ঋণ প্রদান করে উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখছে।

উদ্দীপকের 'ক' ব্যাংকটি কার্যাবলির ভিত্তিতে একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক। এটি আমানত থেকে তহবিল গঠন করে। উক্ত তহবিল থেকে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক ও লাভজনক খাতে ঋণ প্রদান করে। এতে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়। আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য প্রসারিত হয়। নতুন নতুন শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়া চেক, বিনিময় বিল, প্রত্যয়পত্র ইস্যু করে নিরাপদ বিনিময় মাধ্যম সৃষ্টি করে। এতে উৎপাদন ও ভোগ বৃদ্ধি পায়। সরকারের রাজস্ব আয় বেড়ে যায়। এতে দেশের অর্থনীতির কল্যাণ সাধিত হয়।

প্রশ্ন ▶ ২৮ বাংলাদেশ কৃষিনির্ভর দেশ। কৃষকের উন্নতি ঘটলে দেশেরই উন্নতি হবে। তাই সরকার কৃষকদের উন্নয়নে ব্যাংকিং সেবা তাদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। বিশেষ অঞ্চলের জন্য এ ধরনের ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এ ব্যাংকগুলো সর্বত্র সেবা দিতে অপারগ হওয়ায় সরকারি বৃহদায়তন শাখা ব্যাংকগুলোর সহযোগিতা নিচ্ছে সরকার। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বেসরকারি ব্যাংকগুলো এক্ষেত্রে পিছিয়ে। *[ঢাকা মহানগর মহিলা কলেজ]*

ক. বাংলাদেশে প্রথম বেসরকারি মালিকানাধীন ব্যাংকের নাম লিখ। ১

খ. অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাংকের গুরুত্ব লিখ। ২

গ. উদ্দীপকে যে ব্যাংক প্রতিষ্ঠার উলে-খ রয়েছে তার নাম কী? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. কোন সুবিধার কারণে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো কৃষকদের কাছে সেবা পৌঁছে দিতে পেরেছে? এর কারণ মূল্যায়ন করো। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের প্রথম বেসরকারি মালিকানাধীন ব্যাংকের নাম হলে এবি ব্যাংক।

সহায়ক তথ্য

প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে ব্যাংকটির নাম ছিল আরব বাংলাদেশ ব্যাংক।

খ সঞ্চয় হতে মূলধন সৃষ্টি করে ব্যাংক অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখে।

ব্যাংক জনগণের সঞ্চিত অর্থ আমানত হিসেবে গ্রহণ করে। এতে মূলধন তহবিল সৃষ্টি হয়। শিল্প কলকারখানা প্রতিষ্ঠায় এ তহবিল ঋণ হিসেবে বিতরণ করা হয়। যা বিনিয়োগ ও উৎপাদন বৃদ্ধি করে। এভাবে ব্যাংক অর্থনীতিতে গুরুত্ব বহন করে।

গ উদ্দীপকে বিশেষায়িত ব্যাংক হিসেবে কৃষি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার উলে-খ রয়েছে।

কৃষি খাতের উন্নয়নে কৃষকদের প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা প্রদান করে কৃষি ব্যাংক। শুধু কৃষি খাতের উন্নয়নে কাজ করে বলে এ ব্যাংক বিশেষায়িত ব্যাংকের শ্রেণিভুক্ত।

বাংলাদেশ কৃষিনির্ভর দেশ। কৃষকের উন্নতি ঘটলেই দেশের উন্নতি হবে। সরকার কৃষকদের ব্যাংকিং সেবা দেয়ার লক্ষ্যে কাজ করছে। এ লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত ব্যাংক বিশেষ অঞ্চলে সেবা প্রদান করে। বিশেষ অঞ্চলে সেবা দানকারী এরূপ ব্যাংক হলো বিশেষায়িত ব্যাংক। কৃষকদের সেবায় নিয়োজিত ব্যাংক হলো কৃষি ব্যাংক। যা শুধু কৃষি খাতে প্রয়োজনীয় ঋণ সহায়তা প্রদান করে। এতে কৃষকরা নির্বিঘ্নে উৎপাদন চালিয়ে যায়। উদ্দীপকে যে ব্যাংকের কথা বলা হয়েছে তা কৃষকদের ব্যাংকিং সেবা দানে নিয়োজিত। তাই এটি বিশেষায়িত কৃষি ব্যাংক।

ঘ সহজ শর্তে ঋণদান ও শাখা ব্যাংকিং সুবিধার কারণে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো কৃষকদের সেবা পৌঁছে দিতে পেরেছে।

কৃষকদের প্রয়োজনীয় কৃষি সরঞ্জাম, সার, বীজ ইত্যাদি ক্রয়ে ঋণ সহায়তাকারী ব্যাংক হলো কৃষি ব্যাংক। বাংলাদেশে কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক আমাদের দেশে কৃষি ব্যাংকের উদাহরণ।

বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। কৃষি খাতের উন্নয়নে কাজ করছে সরকার। কৃষকের কাছে ব্যাংকিং সেবা পৌঁছানো কৃষি ব্যাংকের অন্যতম কাজ। কৃষি ব্যাংক সর্বত্র সেবা দিতে অপরাগ হওয়ায় সরকারি বৃহদায়তন শাখা ব্যাংকগুলোর সহযোগিতা নিচ্ছে সরকার।

কৃষি কাজের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বাংলাদেশের অনেক লোক নিয়োজিত। অনেক সময় আর্থিক সংকটের কারণে কৃষকরা নিজস্ব অর্থায়নে কৃষি উপকরণ সংগ্রহ করতে পারে না। এ লক্ষ্যে কৃষি ব্যাংক সহজ শর্তে ঋণ সুবিধা দেয়। সহজ শর্তে ঋণ পেয়ে কৃষকরা প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করতে পারছেন। একই সাথে সময়মতো ঋণের অর্থ পরিশোধ করতে পারছেন। অন্যদিকে, সরকারি মালিকানার বাংলাদেশে শাখা ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রচলিত থাকায় সহজে কৃষি ঋণ দেয়া সম্ভব হচ্ছে। তাই বলা যায়, সহজ শর্তে ঋণ সুবিধা ও শাখা ব্যাংকিং ব্যবস্থার কারণে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো কৃষকদের সেবা পৌঁছে দিতে পেরেছে।

প্রশ্ন ▶ ২৯ ব্যাংক একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান। অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে ব্যাংকের প্রধান তফাৎ হলো ব্যাংক জনগণের কাছ থেকে আমানত গ্রহণ করে এবং সংগৃহীত আমানত থেকে জনগণকে ঋণ দেয়। আবার আমানতকারীদের চাহিদা অনুযায়ী অর্থ ফেরতও দিয়ে থাকে। যে ব্যাংক যত দক্ষতার সাথে ভালো ব্যাংকিং সুবিধা প্রদান করতে সক্ষম সে ব্যাংক তত বেশি জনপ্রিয়তা অর্জন করে। আর এজন্য ব্যাংকগুলো কিছু নীতি অনুসরণ করে থাকে। উন্নয়ন গ্রাহক সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানগুলো প্রতিনিয়ত বিশেষায়নের প্রতি গুরুত্বারোপ করছে। *[নারায়ণগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. তারল্য বলতে কী বোঝ? ১

খ. ব্যাংককে ধার করা অর্থের ধারক কেন বলা হয়? ২

গ. উদ্দীপকে জনপ্রিয়তা অর্জনের জন্য ব্যাংকগুলো যে সমন্বয় নীতিমালা অনুসরণ করে তা আলোচনা করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশে বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোর প্রয়োজনীয়তা কতটা বলে তুমি মনে করো সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক চাহিবামাত্র গ্রাহকের আমানতি অর্থ পরিশোধের উদ্দেশ্যে বাণিজ্যিক ব্যাংক নিজস্ব তহবিলে যে পরিমাণ নগদ অর্থ সংরক্ষণ করে তাকে তারল্য বলে।

খ আমানত হিসেবে সংগৃহীত অর্থ থেকে ঋণ সৃষ্টি করে বলে ব্যাংককে ধার করা অর্থের ধারক বলে।

বাণিজ্যিক ব্যাংক চলতি, সঞ্চয়ী ও স্থায়ী হিসাবের মাধ্যমে জনগণের কাছ থেকে আমানত গ্রহণ করে। এর বিনিময়ে ব্যাংক আমানতকারীকে স্বল্প হারে সুদ প্রদান করে। ব্যাংক এ অর্থ থেকে উচ্চহার সুদে বিভিন্ন খাতে ঋণ প্রদান করে। এই উভয় সুদের পার্থক্য থেকে মুনাফা অর্জন করে। এভাবে আমানতকারীর কাছ থেকে অর্থ ধার করে মুনাফা অর্জন করে বলে, ব্যাংককে ধার করা অর্থের ধারক বলা হয়।

গ উদ্দীপকে জনপ্রিয়তা অর্জনের জন্য ব্যাংকগুলো দক্ষতার নীতি ও সেবার নীতি অনুসরণ করে।

ব্যাংক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে আমানতি অর্থ থেকে ঋণ সৃষ্টি করে। বহুমুখী সেবাদানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আধুনিক ব্যাংক জনগণের জন্য অধিক সুবিধাজনক। ব্যাংক গ্রাহকের সন্তুষ্টি অর্জনে নতুন নতুন সেবার সৃষ্টি করে।

ব্যাংক একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান। অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে ব্যাংকের বেশকিছু পার্থক্য রয়েছে। ব্যাংক জনগণের কাছ থেকে আমানত গ্রহণ করে এবং সংগৃহীত আমানত থেকে জনগণকে ঋণ দেয়। যে ব্যাংক যত দক্ষতার সাথে ব্যাংকিং সেবা প্রদানে সক্ষম সে ব্যাংক তত বেশি জনপ্রিয়। এখানে মূলত দক্ষতার নীতির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ নীতির আলোকে, ব্যাংক কম খরচে স্বল্প সময়ে অধিক ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে। যা প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে সহায়ক। অন্যদিকে, গ্রাহকের সন্তুষ্টি অর্জনে গ্রাহকের কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রদান করার নীতি হলো সেবার নীতি। ব্যাংক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করে। তারা সফলতার সাথে গ্রাহকদের সেবা দানে নিয়োজিত থাকে। সেবা ও দক্ষতায় নীতির পাশাপাশি ব্যাংক বিশেষায়নের নীতি মেনে চলে। এর ফলে ব্যাংক একই সাথে সকল সেবা না দিয়ে যে কোনো একটি বা দুটি সেবা দানে নিয়োজত থাকে। এভাবে দক্ষতার সাথে উচ্চ মানের বিশেষায়িত সেবা প্রদান করে ব্যাংক জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

ঘ বাংলাদেশে বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে আমি মনে করি।

অর্থনীতির বিশেষ খাতের উন্নয়নে নিয়োজিত ব্যাংক হলো বিশেষায়িত ব্যাংক। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক এদেশে প্রচলিত দুটি বিশেষায়িত ব্যাংক।

বাণিজ্যিক ব্যাংক দক্ষতার সাথে ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে গ্রাহক সন্তুষ্টি অর্জনে কাজ করে। এজন্য ব্যাংক কিছু নীতিমালা অনুসরণ করে। উন্নত গ্রাহক সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানগুলো বিশেষায়নের প্রতি গুরুত্বারোপ করছে। এভাবে বিশেষায়নের নীতি মেনে পরিচালিত ব্যাংক হলো বিশেষায়িত ব্যাংক। এরা বিশেষ একটি বা দুটি সেবা দানে দক্ষ হয়।

সাধারণ ব্যাংকিং ব্যবস্থার একজন গ্রাহক অর্থ জমাদান, উত্তোলন, ঋণদান ও অর্থ স্থানান্তরের মতো সাধারণ ব্যাংকিং সেবা পেয়ে থাকে। অন্যদিকে, বিশেষায়িত ব্যাংক সাধারণ ব্যাংকিং সেবার পরিবর্তে একটি বিশেষ শিল্প খাতের উন্নয়নে প্রয়োজনীয় দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন ও পরামর্শ দিয়ে থাকে। যে সকল খাতের উন্নয়নে সাধারণ ব্যাংক ঝুঁকি গ্রহণে অনিচ্ছুক, বিশেষায়িত ব্যাংক ঐ সকল খাতের উন্নয়নে এগিয়ে আসে। এর ফলে অবহেলিত ও ঝুঁকিপূর্ণ কিন্তু সম্ভাবনাময় এমন খাতের সহায়তা পেয়ে নতুন উদ্যোক্তারা এগিয়ে আসে। যা কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে, বেকারত্ব দূর করে। রপ্তানি বৃদ্ধি করে। তাই সার্বিক সুবিধার বিবেচনায় বাংলাদেশে বিশেষায়িত ব্যাংকের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

প্রশ্ন ▶৩০ সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে নির্মিত জাহাজের আন্তর্জাতিক চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ খাতকে সহায়তার জন্য 'কর্ণফুলী ব্যাংক লি.' নামে একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ব্যাংকের পর্যাপ্ত পরিশোধিত মূলধন থাকা সত্ত্বেও গ্রাহক সংখ্যা কম। এ কারণে কেন্দ্রীয় ব্যাংক উক্ত ব্যাংকটিকে পরিপূর্ণ সাধারণ ব্যাংকিং কার্যাবলি সম্পাদনের অনুমতি দেয়। *[শেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ]*

ক. ব্যাংক কী? ১

খ. ব্যাংকের তারল্য বলতে কী বোঝ? ২

গ. কার্যাবলির ভিত্তিতে 'কর্ণফুলী ব্যাংক লি.' প্রথম পর্যায়ে কোন ধরনের ব্যাংক ছিল? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত 'কর্ণফুলী ব্যাংক লি.' এখন কোন ধরনের ব্যাংকে পরিণত হবে? ব্যাখ্যা করো। ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে আর্থিক মধ্যস্থ প্রতিষ্ঠান আমানত গ্রহণ ও ঋণদানসহ অর্থ সংক্রান্ত বিভিন্ন সেবা প্রদানের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করে তাকে ব্যাংক বলে।

খ চাহিবামাত্র গ্রাহকের অর্থ ফেরতদানের ক্ষমতাকে ব্যাংকের তারল্য বলে।

ব্যাংক আমানতকারীর কাছ থেকে সঞ্চিত অর্থ জমা রাখে যা আমানত নামে পরিচিত। এ আমানতী অর্থ গ্রাহক চাহিবামাত্র ব্যাংক পরিশোধে বাধ্য। এজন্য আমানতের একটি অংশ ব্যাংক নিজের কাছে জমা রেখে বাকি অংশ ঋণ হিসেবে প্রদান করে। নিজস্ব তহবিলে কাছে রক্ষিত এ নগদ অর্থকে তারল্য বলে।

গ কার্যাবলির ভিত্তিতে 'কর্ণফুলী ব্যাংক লি.' প্রথম পর্যায়ে শিল্প ব্যাংক ছিল।

শিল্প খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত ব্যাংক হলো শিল্প ব্যাংক। দেশের এক বা একাধিক খাতের অবকাঠামোগত উন্নয়নে এ ব্যাংক বিশেষভাবে কাজ করে।

উদ্দীপকে সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের নির্মিত জাহাজের আন্তর্জাতিক চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ খাতকে সহায়তার জন্য 'কর্ণফুলী ব্যাংক লি.' নামে একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থনীতির বিশেষ খাত নিয়ে কাজ করে বিশেষায়িত ব্যাংক। আর শিল্পখাতের উন্নয়নে কাজ করে শিল্প ব্যাংক। শিল্পখাতের উন্নয়নে এ ব্যাংক উদ্যোক্তাদের দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দিয়ে থাকে। এ ব্যাংক নতুন নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে পরামর্শ দিয়েও সহায়তা করে। উদ্দীপকের ব্যাংকটি একইভাবে জাহাজ নির্মাণ শিল্পে নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত। তাই এটি বিশেষায়িত ব্যাংকের অন্তর্গত শিল্প ব্যাংকের শ্রেণিভুক্ত।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত 'কর্ণফুলী ব্যাংক লি.' এখন বাণিজ্যিক ব্যাংকে পরিণত হবে।

আমানতি অর্থ থেকে ঋণ সৃষ্টির কাজে নিয়োজিত থাকে বাণিজ্যিক ব্যাংক। এ ব্যাংক আমানত গ্রহণ করে ও উচ্চ সুদে তা ঋণ হিসেবে বিতরণ করে মুনাফা অর্জন করে।

সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের নির্মিত জাহাজের আন্তর্জাতিক চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ খাতের উন্নয়নে 'কর্ণফুলী ব্যাংক' প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধন পর্যাপ্ত হলেও গ্রাহক সংখ্যা কম। তাই কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্ণফুলী ব্যাংককে সাধারণ ব্যাংকিং কার্যাবলি সম্পাদনের অনুমতি দেয়। ফলে ব্যাংকটি বাণিজ্যিক ব্যাংকে পরিণত হয়।

বাণিজ্যিক ব্যাংক চলতি, সঞ্চয়ী ও স্থায়ী হিসাবের মাধ্যমে জনগণের নিকট থেকে আমানত গ্রহণ করে। এ আমানতের ওপর ব্যাংক স্বল্প হারে সুদ প্রদান করে। আমানতি অর্থের একটি অংশ তারল্য হিসেবে জমা রেখে বাকি অংশ ঋণ হিসেবে বিতরণ করে, যা থেকে ব্যাংক উচ্চ হারে সুদ উপার্জন করে। এ দুই হারের পার্থক্য ব্যাংকের মুনাফা। উদ্দীপকের ব্যাংকটি প্রথম শিল্প ব্যাংক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলেও পরবর্তীতে আমানত গ্রহণ ও ঋণদানের অনুমতি পায়, যা প্রদান করে কর্ণফুলী ব্যাংকটি বাণিজ্যিক ব্যাংকে রূপান্তরিত হয়েছে।

প্রশ্ন ▶৩১ পদ্মা ব্যাংক শুধু শিল্পখাতে সহজ শর্তে ও স্বল্প সুদে ঋণ দানের উদ্দেশ্যে গঠিত ও পরিচালিত হয়। সরকার ও বিভিন্ন দাতা গোষ্ঠীর কাছ থেকে সংগ্রহীত তহবিলই ব্যাংকটি শিল্প খাতে ঋণ আকারে বিতরণ করে। সাম্প্রতিক সময়ে শুধু বিশেষ একটি খাতে ঋণ দিয়ে লাভজনক অবস্থা বজায় রাখা এবং স্বল্প সুদে ঋণ দেওয়ার জন্য তহবিল সংগ্রহ অসম্ভব হয়ে পড়ে। ফলে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ব্যাংকটির পুনর্গঠনের মাধ্যমে জনগণের কাছ থেকে আমানত গ্রহণ এবং শিল্প ছাড়াও বিভিন্ন খাতে ঋণ দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। *[সরকারি সারদা সুন্দরী মহিলা কলেজ, ফরিদপুর]*

ক. একক ব্যাংক কী? ১

খ. গারনিশি আদেশ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত পদ্মা ব্যাংকটি কার্য সম্পাদনের ভিত্তিতে কোন শ্রেণির মধ্যে পড়ে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. পদ্মা ব্যাংক পুনর্গঠনের মাধ্যমে কোন ধরনের ব্যাংকিং এ জড়িত হওয়ার কথা বিবেচনা করছে? পুনর্গঠনের সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা মূল্যায়ন করো। ৪

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় একটি অফিসের মধ্যেই ব্যাংকের সকল কার্যক্রম সীমাবদ্ধ থাকে তাকে একক ব্যাংক বলে।

খ গ্রাহকের হিসাব বন্ধ বা লেনদেন স্থগিত করার জন্য আদালত ব্যাংকের প্রতি যে আদেশ দেয় তাকে গারনিশি আদেশ বলে।

গ্রাহক তার পাওনাদারের দাবি পরিশোধ না করলে পাওনাদার তার বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করতে পারে। এ মামলার উদ্দেশ্য হলো পাওনা আদায়। আদালত পাওনাদারের স্বার্থ রক্ষায় গ্রাহকের ব্যাংককে তার হিসাব স্থগিত বা বন্ধ করার আদেশ দেয়। এ নির্দেশ হলো গারনিশি আদেশ।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত পদ্মা ব্যাংকটি কার্য সম্পাদনের ভিত্তিতে বিশেষায়িত ব্যাংকের অধীনে শিল্প ব্যাংক।

অর্থনীতির বিশেষ বিশেষ খাতগুলো নিয়ে কাজ করে বিশেষায়িত ব্যাংক। শিল্প ব্যাংক, কৃষি ব্যাংক-বিশেষায়িত ব্যাংকের উদাহরণ।

উদ্দীপকে পদ্মা ব্যাংক শুধু শিল্প খাতে সহজ শর্তে ও স্বল্প সুদে ঋণদানের উদ্দেশ্যে গঠিত ও পরিচালিত হয়। সরকার ও বিভিন্ন দাতা গোষ্ঠীর কাছ থেকে সংগৃহীত তহবিল ব্যাংকটি শিল্প খাতে ঋণ হিসেবে বিতরণ করে। শিল্প ব্যাংক হলো এক প্রকার বিশেষায়িত ব্যাংক। এ ব্যাংক শিল্প খাতের উন্নয়নে কাজ করে। নতুন নতুন শিল্প উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে এ ব্যাংক সহজ শর্তে মধ্য ও দীর্ঘ যে কোনো মেয়াদি ঋণ সহায়তা দেয়। বাজারে শেয়ার ও ঋণপত্র বিক্রয় করে মূলধন সংগ্রহে এ ব্যাংক নতুন উদ্যোক্তার প্রয়োজনীয়তা সহায়তা ও পরামর্শ দিয়ে থাকে। উদ্দীপকের পদ্মা ব্যাংক একইভাবে শুধু শিল্প খাতের উন্নয়নে সহজ শর্তে ঋণদানে নিয়োজিত। এ থেকে বলা যায়, 'পদ্মা ব্যাংক' একটি শিল্প ব্যাংক।

ঘ পদ্মা ব্যাংক পুনর্গঠনের মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংকিং এ জড়িত হওয়ার কথা বিবেচনা করছে –যা যৌক্তিক সিদ্ধান্ত।

মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত ব্যাংক হলো বাণিজ্যিক ব্যাংক। আমানত গ্রহণ, ঋণদান, বিল বাট্টাকরণ ও বিনিময়ের মাধ্যমে সৃষ্টি করা বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত।

উদ্দীপকে পদ্মা ব্যাংক শুধু শিল্প খাতে সহজ শর্তে ও স্বল্প সুদে ঋণদানে গঠিত ও পরিচালিত। সরকার ও বিভিন্ন দাতা গোষ্ঠীর কাছ থেকে তহবিল সংগ্রহ করে ব্যাংকটি ঋণদান করে। যা প্রমাণ করে এটি একটি বিশেষায়িত ব্যাংক। শুধু বিশেষ খাতে ঋণ দিয়ে সাম্প্রতিক সময়ে ব্যাংকটি লাভ করতে পারছেন না। এই স্বল্প সুদে ঋণ দানের জন্য তহবিল সংগ্রহ অসম্ভব হয়ে পড়ে। ফলে ব্যাংকটি পুনর্গঠনের জন্য জনগণের কাছ থেকে আমানত গ্রহণ ও শিল্প খাতের পাশাপাশি অন্যান্য খাতে ঋণদানের সিদ্ধান্তগ্রহণ করে।

আমানত গ্রহণ ও ঋণদান বাণিজ্যিক ব্যাংকের অন্যতম প্রধান কাজ। উদ্দীপকের 'পদ্মা ব্যাংক' টি পুনর্গঠনের মাধ্যমে জনগণের কাছ থেকে আমানত গ্রহণ ও শিল্প খাতের পাশাপাশি অন্যান্য খাতে ঋণদান করার সিদ্ধান্ত নেয়। এর ফলে ব্যাংকটি বাণিজ্যিক ব্যাংকে পরিণত হবে। কারণ বাণিজ্যিক ব্যাংকই জনগণের কাছ থেকে আমানত গ্রহণ ও ঋণদান করে। এর ফলে ব্যাংকটি পূর্বের চেয়ে অধিক আমানত সংগ্রহ করতে পারবে। শিল্প খাত ছাড়া অন্যান্য খাতে ঋণদান করতে পারবে। এ বিবেচনায় বলা যায়, পদ্মা ব্যাংকের বাণিজ্যিক ব্যাংকে পরিণত হওয়ার জন্য গৃহীত সিদ্ধান্তটি যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶৩২ আলফা এবং বিটা ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অধীনে ব্যাংক ব্যবসা পরিচালনা করে। ব্যাংক দুটি আমানত সংগ্রহ ও ঋণদানের ব্যবসায়ের সাথে জড়িত। সম্প্রতি ব্যবসায় সম্প্রসারণের মাধ্যমে লাভজনকভাবে ব্যাংকিং কার্যাবলি পরিচালনা করার লক্ষ্যে ব্যাংক দুটি নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখে একত্রে কার্যক্রম পরিচালনা করতে চায়। *[ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, চট্টগ্রাম]*

ক. স্বায়ত্তশাসিত ব্যাংক কি? ১

খ. দেশের অর্থনীতির চালিকাশক্তি কোন প্রতিষ্ঠান এবং কেন? ২

গ. উদ্দীপকের ব্যাংক দুটি কোন ধরনের ব্যাংক? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. অধিক সুবিধা গ্রহণের জন্য তারা কোন ধরনের ব্যাংকিং কাঠামোতে প্রবেশ করবে? যুক্তিসহকারে বিশ্লেষণ করো। ৪

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সরকারের বিশেষ আইন দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত ব্যাংককে স্বায়ত্তশাসিত ব্যাংক বলে।

খ দেশের অর্থনীতির চালিকাশক্তি হলো ব্যাংক।

ব্যাংক মুদ্রা প্রচলন ও ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে। শিল্প, কল-কারখানা স্থাপনে ঋণ দিয়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে। বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করে সহজে ও নিরাপদে আর্থিক লেনদেন নিষ্পত্তিতে সহায়তা করে। ফলে উৎপাদনের চাকা সচল থাকে, ভোগ বৃদ্ধি পায়, আমদানি-রপ্তানি বেড়ে যায়। এভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখে বলে ব্যাংককে অর্থনীতির চালিকাশক্তি বলা হয়।

গ উদ্দীপকের ব্যাংক দুটি তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বিধিবিধান মেনে চলার শর্তে যে ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়, তাদেরকে তালিকাভুক্ত ব্যাংক বলে। উদ্দীপকে আলফা এবং বিটা ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অধীনে ব্যাংক ব্যবসায় পরিচালনা করে। ব্যাংক দুটি আমানত সংগ্রহ ও ঋণদানের সাথে জড়িত। তালিকাভুক্ত ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিয়ম মেনে পরিচালিত হয়। উদ্দীপকের ব্যাংক দুটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অধীনে পরিচালিত বলে এরা তালিকাভুক্ত ব্যাংক। অপরপক্ষে আমানত গ্রহণ ও ঋণদানে জড়িত ব্যাংক হলো বাণিজ্যিক ব্যাংক। এরা কম সুদে আমানত গ্রহণ করে। আবার বেশি সুদে ঋণদান করে মুনাফা অর্জন করে। উদ্দীপকের ব্যাংকটি দুটি আমানত গ্রহণ ও ঋণদানে জড়িত বলে এরা বাণিজ্যিক ব্যাংকও বটে। তাই আলফা ও বিটা ব্যাংক দুটোকে তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক বলা যায়।

ঘ অধিক সুবিধা গ্রহণের জন্য উদ্দীপকের আলফা ও বিটা ব্যাংক দুটি চেইন ব্যাংকিং কাঠামোতে প্রবেশ করবে।

নিজ নিজ স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রেখে কয়েকটি ব্যাংক বৃহৎ ব্যাংকিং সেবা প্রদানে জোটবদ্ধ হয়ে যে ব্যাংকিং ব্যবস্থা সৃষ্টি করে, তাকে চেইন ব্যাংকিং বলে।

উদ্দীপকে আলফা ও বিটা ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অধীনে তালিকাভুক্ত ব্যাংক। তারা আমানত গ্রহণ ও ঋণদান ব্যবসায়ের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করে। সম্প্রতি ব্যবসায় সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে ব্যাংক দুটি নিজেদের স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রেখে একত্রে কার্যক্রম পরিচালনা করতে চায়। এভাবে তারা চেইন ব্যাংকিং সৃষ্টি করবে।

একক ব্যাংকের আর্থিক সামর্থ্য কম থাকায় তাদের পক্ষে বৃহৎ ব্যাংকিং সেবা প্রদান করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এ অসুবিধা দূর করতে তারা স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রেখে জোটবদ্ধ হয়। এটি চেইন ব্যাংকিং নামে পরিচিত। এর ফলে ব্যাংকগুলো পূর্বের চেয়ে অধিক আমানত গ্রহণ, ঋণদান ও ব্যাংকিং সেবা প্রদান করার সক্ষমতা অর্জন করে। তাই

উদ্দীপকের আলফা ও বিটা ব্যাংকের চেইন ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ড় টি যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▶ ৩৩ ইদানীং বাংলাদেশের নির্মিত জাহাজের আন্ড়র্জাতিক চাহিদা বাড়ছে। এ খাতকে সহায়তার জন্য চট্টগ্রামের আগ্রাবাদে 'পতেঙ্গা ব্যাংক লিমিটেড' নামে একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ব্যাংকের পর্যাপ্ত পরিশোধিত মূলধন থাকা সত্ত্বেও গ্রাহক সংখ্যা কম। এ কারণে কেন্দ্রীয় ব্যাংক পরিপূর্ণ সাধারণ ব্যাংকিং কার্যাবলি সম্পাদনের অনুমতি দেয়।

[পটুয়াখালী সরকারি কলেজ]

ক. ব্যাংক কী? ১

খ. ব্যাংকের তারল্য নীতি বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. কার্যাবলির ভিত্তিতে 'পতেঙ্গা ব্যাংক লিমিটেড' প্রথম পর্যায়ে কোন ধরনের ব্যাংক ছিল? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত 'পতেঙ্গা ব্যাংক লিমিটেড' এখন কোন ধরনের ব্যাংকে পরিণত হবে? যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করো। ৪

৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে জনগণের কাছ থেকে সংগৃহীত আমানত দিয়ে ঋণ সৃষ্টির কাজে নিয়োজিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে ব্যাংক বলে।

খ 'বাণিজ্যিক ব্যাংককে পর্যাপ্ত পরিমাণে নগদ অর্থ বা তরল সম্পদ সংরক্ষণ রাখতে হয়' –এ নীতিকে ব্যাংকের তারল্য নীতি বলে।

গ্রাহকের আমানত বাণিজ্যিক ব্যাংকের তহবিলের মূল উৎস। উক্ত আমানত থেকে ব্যাংক বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দেয়। তবে ব্যাংক অবশ্যই একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ তহবিলে রাখে। এতে ব্যাংকটি গ্রাহকের অর্থ চাহিবামাত্র ফেরত দিতে পারে। এই নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ব্যাংক তহবিলে জমা রাখাকে ব্যাংকের তারল্য নীতি বলে।

গ কার্যাবলির ভিত্তিতে 'পতেঙ্গা ব্যাংক লিমিটেড' প্রথম পর্যায়ে বিশেষায়িত ব্যাংকের অধীনে শিল্প ব্যাংক ছিল।

অর্থনীতির বিশেষ কোনো দিক নিয়ে কাজ করে বিশেষায়িত ব্যাংক। শিল্প ব্যাংক একটি বিশেষায়িত ব্যাংকের উদাহরণ।

উদ্দীপকে উলে-খ্য বাংলাদেশের নির্মিত জাহাজের আন্ড়র্জাতিক চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ খাতের উন্নয়নের জন্য চট্টগ্রামের আগ্রাবাদে 'পতেঙ্গা ব্যাংক লিমিটেড' নামে একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। গ্রাহকের অনেক ধরনের ব্যাংকিং সেবার প্রয়োজন। বিশেষায়িত ব্যাংক বিশেষ খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে থাকে। শিল্প ব্যাংক বিশেষায়িত ব্যাংকের শ্রেণিভুক্ত। এ ব্যাংক শিল্প খাতের উন্নয়নে কাজ করে। এ ব্যাংক শিল্প উদ্যোক্তাদের দীর্ঘমেয়াদি ঋণদান, শেয়ার ও ঋণপত্র বিক্রয়ে সহায়তা ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করে থাকে। উদ্দীপকে 'পতেঙ্গা ব্যাংক লিমিটেড' জাহাজ নির্মাণ শিল্পকে সহায়তা দানের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। যা প্রমাণ করে এটি একটি বিশেষায়িত ব্যাংক। একই সাথে ব্যাংকটি জাহাজ শিল্পের উন্নয়নে নিয়োজিত। তাই ব্যাংকটি বিশেষায়িত শিল্প ব্যাংক।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত 'পতেঙ্গা ব্যাংক লিমিটেড' এখন বাণিজ্যিক ব্যংকে পরিণত হবে।

মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত। এ ব্যাংক আমানত গ্রহণ, ঋণদান, বিল বাট্টাকরণ, বিনিময়ের মাধ্যমে সৃষ্টিসহ বিভিন্ন সাধারণ ব্যাংকিং কার্যাবলি সম্পাদন করে।

উদ্দীপকে জাহাজ নির্মাণ খাতের উন্নয়নের জন্য 'পতেঙ্গা ব্যাংক লিমিটেড' প্রতিষ্ঠিত হয়। শিল্প খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত বলে এটি একটি বিশেষায়িত শিল্প ব্যাংক। ব্যাংকটির পর্যাপ্ত পরিমাণ পরিশোধিত মূলধন রয়েছে। কিন্তু গ্রাহক সংখ্যা কম হওয়ায় ব্যাংকটি ভালো করতে পারছে না। তাই কেন্দ্রীয় ব্যাংক 'পতেঙ্গা ব্যাংক লিমিটেড'কে পরিপূর্ণ সাধারণ ব্যাংকিং কার্যাবলি সম্পাদনের অনুমতি দেয়।

আমানত গ্রহণ ও ঋণদান বাণিজ্যিক ব্যাংকের সাধারণ কার্যাবলির অন্যতম। এছাড়া চেক ইস্যু, পরিশোধ, নগদ উত্তোলন, বিল পরিশোধ, বিল বাট্টাকরণ, ডেবিট-ক্রেডিট কার্ড ইস্যু করাও ব্যাংকের কার্যাবলির অন্ড়র্ভুক্ত। বাণিজ্যিক ব্যাংক এ সকল সাধারণ কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে। উদ্দীপকে 'পতেঙ্গা ব্যাংক লিমিটেড' কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অনুমতি সাপেক্ষে সাধারণ ব্যাংকিং কার্যাবলি সম্পাদনের অনুমতি পায়, যা প্রমাণ করে এটি বাণিজ্যিক ব্যাংকে পরিণত হয়েছে।